জুলাই মাস: যিশুর অমূল্য রক্তের মাস

প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৩ ❖ ১৩ - ১৯ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

ঈশ্বরের মুক্তি পরিকল্পনা : স্বর্গের দিকে আমাদের অভিযাত্রা

দক্ষ প্রজন্ম তৈরীতে স্মার্ট প্যারেন্টিং

আশা-বিশ্বাসের তীর্থযাত্রা : ধর্মীয় জীবনের নবায়ন

ভাঙ্গা মানেই ধ্বংস বা শেষ না

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত রেক্সি বাবু রোজারিও
জন্ম: ২৯ মার্চ, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১০ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

তুমি আছো আমাদের হৃদয় মন্দিরে

পৃথিবীর আবর্তনে তুমি এসেছিলে আমাদের মাঝে, অতি আপনজন হয়ে। তেমনিভাবে ভালোবাসা, মায়া-মমতার সকল বন্ধন ছিঁড়ে চলে গেছ আমাদের একা করে বহুদূরে। ১০ জুলাই সবাইকে কাঁদিয়ে তুমি পরম পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। আজও আমাদের তোমার এই অকালমৃত্যু মেনে নিতে কষ্ট হয় যে তুমি আমাদের মাঝে নেই। তবুও তুমি বেঁচে আছো আমাদের হৃদয় মাঝে। তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ, তোমার অপরিসীম ভালোবাসাকে সম্বল করে আমরা বেঁচে আছি। আমরা বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গধামে ঈশ্বরের কাছে ভালো আছো। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো।

পরিবারবর্গ
বাবা : মুকুল রোজারিও
মা : অনিমা কোড়াইয়া
বোন : কবিতা, পুরবি, ছন্দা

দড়িপাড়া মূলকারবাড়ি পূর্বপাড়া
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/১৪১/২৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,
আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৪০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ২৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪৫
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ২৩
১৩ জুলাই - ১৯ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
২৯ আষাঢ় - ৪ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

সন্তানকে আলোর পথে চালিত করতে প্রয়োজন উত্তম প্যারেন্টিং

পিতামাতা হয়ে ওঠা শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয় কিন্তু এক পবিত্র আহ্বান। খ্রিস্টীয় বিবাহের দিন একজন যুবক-যুবতী ঈশ্বর ও মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে সে দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার ফসল সন্তানদেরকে সুআদর্শে মানুষ করাও তাদের প্রধান দায়িত্ব। শিশুরা পরিবার ও জগতের ভবিষ্যৎ, আর আমরা, পিতামাতা বা অভিভাবকেরা তাদের জন্য যেমন বীজ বপন করি, তেমনই ফসল একদিন আমাদের সমাজে প্রতিফলিত হয়। তাই উত্তম পিতামাতা হয়ে ওঠা মানে কেবল ভালো অভিভাবক হওয়া নয়–এটি এক খ্রিস্টীয় দায়িত্ব, যা আত্মিক ও নৈতিকভাবে সন্তানদের গড়ে তোলার সঙ্গে জড়িত।

পবিত্র বাইবেলে আমরা দেখতে পাই, ঈশ্বর নিজেই একজন পিতার মতো তাঁর সন্তানদের প্রতি প্রেম, দয়া এবং ন্যায্যতা প্রদর্শন করেন। আমাদেরও সেই আদর্শ অনুসরণ করে সন্তানের প্রতি ভালোবাসা, সময়, এবং নির্দেশনার মাধ্যমে তাদের জীবনের ভিত গড়ে তুলতে হবে।

আজকের বিশ্ব এক বৈচিত্র্যময়, অথচ চ্যালেঞ্জে পূর্ণ বাস্তবতায় ঘেরা। প্রযুক্তি, মিডিয়া, সামাজিক পরিবর্তন–সব মিলিয়ে শিশুদের মন-মানসিকতা গড়ে ওঠে ভিন্নধর্মী এক পটভূমিতে। এই সময়ে, একজন অভিভাবকের দায়িত্ব আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একটি শিশুর ভিত গড়ে দেয় তার পরিবার, বিশেষত মা-বাবার আদর্শ ও আচরণ।

খ্রিস্টীয় প্যারেন্টিং-এর মূলভিত্তি হল ঈশ্বরভীতি, প্রেম, নিয়মানুবর্তীতা ও ক্ষমাশীলতা। সন্তানের প্রতি দায়িত্ব শুধু শারীরিক পরিচর্যা বা শিক্ষাদানেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাদের নৈতিক, আত্মিক ও সামাজিক বিকাশ নিশ্চিত করাও পিতামাতার কর্তব্য। পবিত্র বাইবেল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়– "তোমরা পিতারা, তোমাদের সন্তানদের রাগিয়ে তুলো না; বরং তাদের প্রভুর অনুশাসন ও উপদেশে বড় করো" *(এফেসীয় ৬:৪)*।

একজন শিশুর মনের প্রথম প্রতিচ্ছবি আসে তার মা-বাবার কাছ থেকে। যদি পিতামাতারা ঘরে প্রার্থনার চর্চা করে, বাইবেল ও ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করে এবং ভালোবাসার মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে ব্যবহার করে–তবে শিশুরাও তা থেকেই শিক্ষা নেবে। তাদের শেখাতে হবে সৎ চরিত্র, বিনয়, কর্তব্যপরায়ণতা ও দয়ার গুণাবলি। এজন্য শুধু শাসন নয়, চাই বোঝাপড়া। সন্তানের অনুভবকে গুরুত্ব দেওয়া, তার সঙ্গে সময় কাটানো এবং ভালোবাসার মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে তোলাই সত্যিকার অর্থে আলোর পথের প্রেরণা হতে পারে। আজকের প্রজন্মের হৃদয়ে খ্রিস্টের প্রেম প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, আগে পিতামাতাদের নিজেদের জীবনে সেই প্রেম প্রতিফলিত করতে হবে।

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় পিতামাতা ও অভিভাবককে সন্তানের বন্ধু হয়ে ওঠতে হবে। এক সময় অভিভাবক মানেই ছিল শাসন ও অনুশাসনের প্রতীক। শিশুর ভুল শুধরে দেওয়ার নামেই তাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলছে, শিশুর মানসিক বিকাশ, আত্মবিশ্বাস ও মূল্যবোধ তৈরিতে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখে ঘনিষ্ঠ, নিরাপদ, ও বিশ্বাসভিত্তিক সম্পর্ক - যেটি একমাত্র সম্ভব হয় যখন পিতামাতা সন্তানের বন্ধু হন।

বন্ধুত্ব মানে নিছক শিথিলতা নয়। এর মানে সন্তানের অনুভূতি বুঝে তাতে সাড়া দেওয়া, তার কথা গুরুত্ব দিয়ে শোনা, তার জগৎকে বোঝার চেষ্টা করা, আর প্রয়োজনে তাকে ভুল থেকে শিক্ষা নিতে সহায়তা করা - ঠিক যেভাবে একজন প্রকৃত বন্ধু পাশে থাকে। যখন সন্তান দেখে যে তার বাবা-মা তার ভুলে ভেঙে পড়েন না, বরং তাকে বোঝেন এবং সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পাশে থাকেন, তখনই গড়ে ওঠে এক গভীর সম্পর্ক। তবে বন্ধুত্ব মানে শাসনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি নয়। একজন ভালো বন্ধু যেমন প্রয়োজনে কঠিন সত্যও বলে, তেমনি একজন 'বন্ধু অভিভাবক' সন্তানের সঙ্গে সৎ থাকেন, তার ভুলে দিকনির্দেশনা দেন, কিন্তু তা করেন ভালোবাসা ও সহানুভূতির ভঙ্গিতে।

প্যারেন্টিং কোনো সহজ কাজ নয়, তবে এটি ঈশ্বর প্রদত্ত এক মহান দায়িত্ব। প্রার্থনার মাধ্যমে, বাইবেলের শিক্ষার আলোকে এবং খ্রিস্টীয় নীতিমালাকে মেনে চলেই পিতামাতারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। †

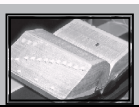

তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালোবাসবে, এবং তোমার প্রতিবেশিকে নিজের মত ভালোবাসবে। (লুক ১০:২৭)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

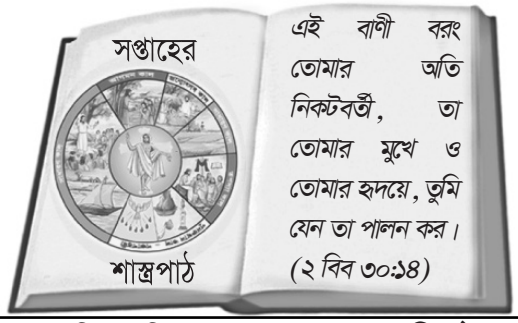

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৩ জুলাই - ১৯ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

১৩ জুলাই, রবিবার
সাধারণকালের ১৫শ রবিবার *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
২ বিব ৩০: ১০-১৪, সাম ৬৯: ১৩, ২৯-৩০, ৩২-৩৩, ৩৫-৩৬ (অথবা ১৮: ৮, ৯, ১০, ১১) কল ১: ১৫-২০, লুক ১০: ২৫-৩৭ *(পিটার'স পেন্স রবিবার - সাধু পিতরের দান সংগ্রহ)*

১৪ জুলাই, সোমবার
লেলিসের সাধু কামিল্লুস, *যাজক*
যাত্রা ১: ৮-১৪, ২২, সাম ১২৪: ১-৩, ৪-৬, ৭-৮, মথি ১০: ৩৪ -- ১১: ১

১৫ জুলাই, মঙ্গলবার
সাধু বোনাভেঞ্চার, বিশপ ও আচার্য, *স্মরণ দিবস*
যাত্রা ২: ১-১৫ক, সাম ৬৯: ২, ১৩, ২৯-৩০, ৩২-৩৩, মথি ১১: ২০-২৪

১৬ জুলাই, বুধবার
কার্মেল রাণী ধন্যা কুমারী মারীয়া
যাত্রা ৩: ১-৬, ৯-১২, সাম ১০৩: ১-২, ৩-৪, ৬-৭, মথি ১১: ২৫-২৭ *অথবা সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:* জাখা ২: ১৪-১৭, সাম লুক ১: ৪৬-৫৫, মথি ১২: ৪৬-৫০

১৭ জুলাই, বৃহস্পতিবার
যাত্রা ৩: ১৩-২০, সাম ১০৫: ১, ৫, ৮-৯, ২৪-২৭, মথি ১১: ২৮-৩০

১৮ জুলাই, শুক্রবার
যাত্রা ১১: ১০—১২: ১৪, সাম ১১৬: ১২-১৩, ১৫, ১৬খগ, ১৭-১৮, মথি ১২: ১-৮

১৯ জুলাই, শনিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে *খ্রীষ্টযাগ*
যাত্রা ১২: ৩৭-৪২, সাম ১৩৬: ১, ২৩, ২৪, ১০-১৫, মথি ১২: ১৪-২১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৩ জুলাই, রবিবার
+ ১৯৯৭ ব্রা. ফেলিক্স শন, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০২ ফা. চেসারে পেশে, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৪ সি. মেরী ভির্জিনিয়া, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১০ সি. দিপালী গমেজ, এসসি (ঢাকা)
+ ২০২০ ফা. পল ডি'রোজারিও [জয়গুরু] (রাজশাহী)
+ ২০২০ আর্চবিশপ মজেস কস্তা (চট্টগ্রাম)

১৪ জুলাই, সোমবার
+ ১৯৬৫ সি. এম. তেরেজা, ডু টি. এসএসএমআই (ময়ঃ)
+ ২০০৫ ফা. আম্পেলিও গাস্পারত্তো, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১২ সি. মেরী জো রোজারিও, আরএনডিএম (ঢাকা)

১৫ জুলাই, মঙ্গলবার
+ ১৯৮৯ মাদার লিওনিল্লা হেবার্ট, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৩ সি. ডরোথি রোজারিও, এলএইচসি (চট্টগ্রাম)

১৬ জুলাই, বুধবার
+ ১৯৯৭ ফা. যোসেফ পোয়ারিয়ের, সিএসসি
+ ২০০৯ ফা. জন বার্কমোয়ার, সিএসসি
+ ২০১৮ ফা. জ্যোতি গমেজ (ঢাকা)
+ ২০১৮ সি. মেরী শিশিল, এসএমআরএ (ঢাকা)

১৭ জুলাই, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৭০ ফা. ফর্তুনাতো দে পাউলি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭২ ফা. গুইদো মার্গুত্তি (দিনাজপুর)
+ ১৯৮১ ব্রা. জর্জ নোক্স্, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৩ সি. মেরী মাইকেল, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

১৮ জুলাই, শুক্রবার
+ ১৯৮৬ সি. সিলভিয়ো কেমেন্ট, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ ফা. যোসেফ এ, ডি সুজা, এসজে (ঢাকা)
+ ২০০৯ সি. আনুনচাতা দ্রাগোনী, পিমে (রাজশাহী)

১৯ জুলাই, শনিবার
+ ১৯৬৩ ফা. মাসুসিমো তেরুজ্জি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০০ ফা. ফিলিপ পেইয়ো (চট্টগ্রাম)
+ ২০২১ সি. মেরী সহায়, এসএমআরএ (ঢাকা)

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা

ঈশ্বরের পরিত্রাণ: বিধান ও অনুগ্রহ

১৯৭৬ "বিধান হল সাধারণ মঙ্গলের জন্য বিচারবুদ্ধির অধ্যাদেশ, যা সমাজের কতৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত হয়।" (সাধু টমাস আকুইনাস, Sth I-II,90,4)

১৯৭৭ খ্রিস্ট হলেন বিধানের লক্ষ্য: (দ্রঃ রোমিও ১০:৪) একমাত্র তিনিই তা শিক্ষা দিয়ে থাকেন ও ঈশ্বরের ধর্মময়তায় ভূষিত করেন।

১৯৭৮ প্রাকৃতিক বিধান হল হচ্ছে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও মঙ্গলময়তায় তাঁরই আপন প্রতিমূর্তিতে গড়া মানুষের অংশগ্রহণ। এ বিধান মানবব্যাক্তির মর্যাদা প্রকাশ করে ও তার মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যের ভিক্তি গঠন করে।

১৯৭৯ প্রাকৃতিক বিধান অপরিবর্তনীয়, ইতিহাসের গোড়া থেকেই তা স্থায়ী। যে সব নিয়মবিধি তা প্রকাশ করে সেগুলো মূলগতভাবে বৈধই থাকে। নৈতিক বিধিনিয়ম ও রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নে প্রাকৃতিক বিধান অত্যাবশ্যকীয় ভিক্তিস্বরুপ।

১৯৮০ প্রাক্তন বিধান হল প্রকাশিত বিধানের প্রথম ধাপ। বিধানের আজ্ঞাসমূহ ঈশ্বরের দশ-আজ্ঞার মধ্যে সংক্ষেপে ব্যক্ত হয়েছে।

১৯৮১ মোশির বিধান এমন অনেক সত্য প্রকাশ করে যেগুলো মানুষের প্রকৃতিগত বিচারবুদ্ধির নিকট বোধগম্য। ঈশ্বর সেগুলোকে প্রকাশ করেছেন কারণ মানুষ সেগুলোকে নিজেদের অন্তরে পাঠ করেনি।

জুলাই মাসে পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য: "অবধারণ পদ্ধতিতে গঠনের জন্য প্রার্থনা করা"

এসো আমরা প্রার্থনা করি যাতে আমরা জানতে পারি কীভাবে অবধারণ করতে হয় এবং কীভাবে খ্রিস্টীয় জীবনের পথ বেছে নিতে হয় এবং যে-পথ যিশুখ্রিস্ট ও মঙ্গলসমাচার থেকে আমাদের দূরে নিয়ে যায় তা বর্জন করতে হয়।

প্রথমেই আমাদের জানতে হয় "অবধারণ" শব্দের অর্থ কী? "অবধারণ" হচ্ছে জানার পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া, ধারণা বা জ্ঞান লাভ করার প্রক্রিয়া। "অবধারণ" হচ্ছে পবিত্র আত্মার শক্তি, যে-শক্তি দিয়ে আমরা যিশুর পথ বা মঙ্গলসমাচারের পথ আবিষ্কার করি। অন্যভাবে বলা যায় "অবধারণ" হচ্ছে পবিত্র আত্মার শক্তির সহায়তায় ঈশ্বরের ইচ্ছা জানা এবং সেই অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে আত্মার এই গুণ বা শক্তি নিয়ে বর্তমানে অনেক বেশী গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। একসঙ্গে পথচলার জন্য অন্যের কথা শোনার একটা দায়বদ্ধতা আছে। ঠিক একই ভাবে যে ব্যক্তি কথা বলবে তাকেও কিন্তু আত্মার শক্তি দ্বারা, বিশেষভাবে প্রার্থনা ও নীরবতায় ঈশ্বরের ইচ্ছা অবধারণ করার দায়বদ্ধতা আছে। যিশু কী চায়, মঙ্গলসমাচার কী বলে তা কিন্তু সবাইকে জানতে হবে, শুনতে হবে, অবধারণ করতে হবে।

অবধারণের মাধ্যমে পবিত্র আত্মায় আমরা যিশুর কথা শুনি, তাঁর দ্বারা বা তাঁর মঙ্গলবাণীর দ্বারা নির্ধারিত পথ আমরা শুনতে পাই এবং অন্যের সাথে তা নম্রভাবে শেয়ার করি। অবধারণের মাধ্যমে আমরা খ্রিস্টীয় জীবনের শুভ পথ বেছে নিই এবং খ্রিস্টীয় জীবনের পরিপন্থী সকল পথ বর্জন করি।

এসো আমরা পোপ চতুর্দশ লিও'এর সাথে একাত্ম হয়ে "অবধারণ" প্রক্রিয়ায় পথ চলতে আমরা আরও গঠিত ও প্রশিক্ষিত হই। পবিত্র আত্মা আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন। আমেন।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

আশা-বিশ্বাসের তীর্থযাত্রা : ধর্মীয় জীবনের নবায়ন

ফাদার নরেন জে বৈদ্য

খ্রিস্ট জন্মজয়ন্তী ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ। খ্রিস্ট জন্মজয়ন্তী আমাদের হৃদয় ও জীবনকে নবীকরণ করুক। আমরা আশার তীর্থযাত্রী। আমরা বিশ্বাস ও আশাতে পথ চলি। হয়ে উঠি প্রার্থনার ও খ্রিস্টবিশ্বাসের মানুষ। বাইবেলে প্রবক্তাদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আশার বাণী শুনিয়েছেন। মানুষ যদি একটি গাছ হয়, বিশ্বাস তার শেকড়, আশা তার সবুজ পাতা, ভালোবাসা তার সুন্দর ফল - এই গাছটি বিকশিত করুন। নবায়িত হবার প্রত্যাশায় পালিত হোক জুবিলী বর্ষ। আমরা কিভাবে আশার রশ্মি হতে পারি?

'আশা' সম্পর্কে বাইবেলীয় উদ্বৃতি

'ছায়াছন্ন গিরিসংকট যদি বা পেরিয়ে যাই, তবুও কোন অমঙ্গল ভয় করি না আমি। কারণ তুমি যে আমার সঙ্গেই আছ প্রভু! তোমার যষ্টি, তোমার পাঁচনী, এই তো আমার ভরসা!... *(সাম ২৩:৪)*, "ভগবান আমার জ্যোতি, আমার পরিত্রাণ, কার্ ভয়ে হব ভীত? ভগবান আমার জীবন আশ্রয়; কার্ ত্রাসে হব ত্রস্ত? *(সাম ২৭:১)*, "ওগো ভগবান, আমরা যেমন তোমাতে রেখেছি আশা, তেমনি তোমার করুণাও যেন থাকে আমাদের ঘিরে!" *(সাম ৩৩:২২)*, 'যারা প্রভুতে আশা রাখে, তারা পথ চলায় ক্লান্ত হবে না' *(ইসাইয়া ৪০:৩১)*, 'তোমরা আশায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠ' *(রোমীয় ১৫:১৩)*, "খ্রীষ্ট, যিনি মানুষের মহিমা লাভের আশা, তিনি তোমাদের মধ্যেই রয়েছেন", *(কলসীয় ১:২৭)*। সাধু পল বিশ্বাস ও আশায় জীবন যাপন করেছিলেন : জীবনে তিনি খ্রিস্টকে ছাড়া আর কিছুই বুঝতেন না, তাঁর কাছে বেঁচে থাকা মানেই খ্রিস্ট; তিনি এমনও বলেছেন যে, "আমি আর আমি নই, আমার মধে আছে খ্রীষ্ট" *(গালা ২:২০)*।

প্রার্থনা আশার জন্ম দেয়

আশা ও বিশ্বাসের তীর্থযাত্রায় প্রার্থনার গুরুত্ব রয়েছে। জুবিলী বর্ষ আমাদেরকে প্রার্থনার বিষয়ে অনুধ্যান করতে জোর তাগিদ দেয়। 'যে আমার মধ্যে থাকে আর আমি যার মধ্যে থাকি সেই তো প্রচুর ফলে ফলশালী হয়ে ওঠে। কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না' *(যোহন ১৫:৫)* Jesus said, - "Abide with me," - "Remain with me,"- "Be with me," - "Live with me". আমরা কী খ্রিস্টীয় চেতনায় সমৃদ্ধ? খ্রিস্টযাগ সর্বকালের ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। 'খ্রিস্টপ্রসাদ থেকেই খ্রিস্টমণ্ডলী জীবন পায়'- এই সত্যটি আমাদের জীবনে কতটুকু সম্পৃক্ত? আমরা দৈহিক স্বাস্থ্যের সুস্থতা ও পুষ্টিসাধনের জন্য যখন ডাক্তারের কাছে যাই আর ডাক্তার প্রেসক্রিশন দেন ভিটামিন এ, বি, সি, ডি,ই. গ্রহণ করার জন্য। আধ্যাত্মিক জীবনে পুষ্টিসাধনের জন্যও আমাদের ভিটামিন গ্রহণ করা উচিত। আধ্যাত্মিক প্রেসক্রিপশন হলো ভিটামিন - এ A = Attendance in Daily Mass, ভিটামিন - বি B = Bible reading, ভিটামিন - সি C = Communion receive , ভিটামিন - ডি D = Daily Mass, ভিটামিন - ই E = Eucharist. আমি কি জীবন-রুটির জন্য ক্ষুধার্ত? Do I value the importance of attending Mass? খ্রিস্টযাগ যোগদান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ-আমি কি তা উপলব্ধি করি?

আশার মশাল জ্বালাতে আমরা আহূত

বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতির দিকে যদি দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাই হতাশার আর্তনাদ। (Many of our people are living unspeakable poverty, dehumanizing conditions and unimaginable suffering). দীনদরিদ্রদের আর্তনাদ দিন দিন হৃদয়বিদারক হয়ে উঠছে। মানুষ যেন হয়ে যাচ্ছে ভোগ্যপণ্য, যাকে প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, প্রয়োজন শেষ হলে ফেলে দেওয়া হয়। প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস বলেছিলেন যে, আমরা "ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া"র এক সংস্কৃতি গড়ে তুলছি। ন্যায্যতা আজ পদদলিত। স্বজনপ্রীতির জয় জয়কার। নারীর প্রতি সহানুভূতি নেই। প্রতিশোধ নেওয়া যেন নিত্য দিনের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অসুস্থ একটা পৃথিবী, কে কার ক্ষতি করবে, কে কাকে ফাঁসাবে, তার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। অশ্রদ্ধা, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ যত্রতত্র। চারিদিকে আওয়াজ শোনা যায় - বৈষম্য ঘোঁচাও, সাম্য বাড়াও। যুব প্রাণ আমাদের অহংকার। হতাশ হয়ে কেন তারা নিজেদের ক্ষত বিক্ষত করছে? মানুষ কেন আত্মহত্যা করবে! আসুন আমরা মাথা ঘামাই, কীভাবে এই হতাশার মধ্যে আমরা আশার রশ্মি (Ray of hope, Man of hope) হতে পারি? যুবাদের কণ্ঠে ধ্বণিত হোক এই সুর : 'আমরা আশার তীর্থযাত্রী- যুব জীবন থেকে দূর করব হতাশার কাল রাত্রি'। আমরা কী অন্যদের আশা পূরণ করি?

জুবিলী বর্ষে করণীয় বিষয় : খ্রিস্টবিশ্বাসকে সংরক্ষণ করা

বিশ্বাসের আলো যেন ঘরে ঘরে জ্বলে। ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও ঐশজনগণ যুগে যুগে প্রার্থনা ও বিশ্বাস ঘোষণা করে আসছে। ১৭০০ বছর পূর্বে ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বজনীন নিসীয় সর্বজনীন মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সংজ্ঞায়িত হয়েছিল মণ্ডলীর সর্বজনীন খ্রিস্টবিশ্বাস-খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্য নির্ধারিত হয়েছে দ্বাদশ বিশ্বাসমন্ত্র। "আমি বিশ্বাস করি" বিশ্বাসের জীবন পালন করতে গিয়ে অনেকে মৃত্যুবরণও করেছেন, যাদের নাম জীবন-গ্রন্থে লেখা রয়েছে *(প্রত্যাদেশ ৭:৯, ১৩:৮)*। বিশ্বাসের তীথযাত্রায় সাধু সাধ্বীগণ আমাদের জীবনের আদর্শ।

বর্তমানে মানুষ বিশ্বাসকে নিষ্প্রাণ করে রাখছে। বর্তমান বাস্তবতায় বিশ্বাসের সংকট প্রকট হয়ে উঠছে। বাহ্যিক চাকচিক্য আর আড়ম্বর এখন মূখ্য হয়ে উঠেছে। অনেক পরিবার বিশ্বাস বিহীন ও ঈশ্বর বিহীন পরিবার। ইলেকট্রনিক ডিভাইস বিশ্বাসের চেতনা ধ্বংস করছে।

"তোমার সেই আন্তরিক ধর্মবিশ্বাসের কথাও বার বার মনে পড়ে; এই একই ধর্মবিশ্বাস প্রথমে জেগে ছিল তোমার দিদিমা লোইস ও তোমার মা ইউনিসের অন্তরে; আর এখন তা তোমার নিজের অন্তরেও যে রয়েছে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই" *(২য় তিমথী ১:৫)*। পিতামাতাগণকে অনুরোধ করি, আপনার সন্তানদের আশা, ভক্তি, বিশ্বাস ও অনুতাপ নিবেদন প্রার্থনা মুখস্ত শিখাবেন।

তীর্থযাত্রা: জুবিলী বর্ষের করণীয় কী

আমাদের যাত্রা স্বর্গের দিকে। যাত্রার গন্তব্য: ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়া। আমাদের যাত্রার ভিত্তি হবে ঈশ্বরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা। প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেছিলেন যে, আমরা কি স্বর্গীয় যাত্রায় যথাযথভাবে হাঁটছি? নাকি অন্য দিকে যাচ্ছি? আমাদের যাত্রা নিছক কোন ভ্রমণ নয়। এ যাত্রা হলো একজন আরেকজনের পাশে থাকা ও হাঁটা। পাশাপাশি হাঁটা হলো, অন্যকে ছুঁড়ে না ফেলা বা পদদলিত না করা, হিংসা করে কাউকে পিছনে ঠেলে রাখা বা বাদ না দেওয়া। আমাদের ভালোবাসা ও ধৈর্যের সাথে একে অন্যের প্রতি মনোযোগী হতে হবে।

বাকি অংশ ৮ পৃষ্ঠায় দেখুন...

ঈশ্বরের মুক্তি পরিকল্পনা: স্বর্গের দিকে আমাদের অভিযাত্রা

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

১. প্রারম্ভিকতা: ঈশ্বরের পরাক্রমশালী বাণীর শক্তিতেই সৃষ্টির সমস্ত কর্মযজ্ঞ সম্পাদিত এবং সজ্জিত। ঐশবাণী আমাদের ছড়িয়ে দেয় আলো, ঐক্য, শান্তি ও সৌন্দর্য। জগতের সব কিছুই ঈশ্বরের বাণীর মাধ্যমে লাভ করে অস্তিত্ব ও প্রাণশক্তি *(রোমীয় ৪:১৭)*; আর তাতে প্রকাশ পেয়েছে ঈশ্বরের বাণীর আপন গৌরব ও মহিমা *(যোহন ১৪:১-৫)*। প্রেমময় ঈশ্বরের কাছ থেকে কখনো মন্দ কোন কিছু আসে না। প্রকৃতি, প্রাকৃতিক বিধান ও মানুষ সব কিছুই ঈশ্বর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা তুচ্ছ করার কোন অধিকার আমাদের নেই। আদিতে ঈশ্বর মানুষকে পুরুষ ও নারী ক'রে সৃষ্টি ও আশীর্বাদ করেছেন। ঈশ্বরের সৃষ্ট সবকিছুই উত্তম, কারণ সবকিছু যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই ঈশ্বর নিজেই উত্তম *(মার্ক ১০:১৮)*। তিনি সকল উত্তমতার উৎস; আমরা সকলেও তাঁর সেই উত্তমতার অংশীদার। এজন্যই ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট সবকিছুকে ভালবাসেন এবং তাদের মৃত্যু নয় বরং তিনি চান, তারা যেন বেঁচে থাকে ও ভালো থাকে। পরমেশ্বরের অপূর্ব রচনার শীর্ষে মানুষ পুরুষ ও নারী রূপে অস্তিত্ব লাভ করে। ঈশ্বর সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দিলেও মানুষ তা রক্ষা করতে পারেনি। তারা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে নিজেদের উত্তমতা ও পবিত্রতা নষ্ট করে ফেলেছিল। ফলশ্রুতিতে, ঈশ্বরের শান্তি ও প্রেমের রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। এতে তারা ঈশ্বরের কাছে ফেরার পথও হারিয়ে ফেলেছিল। সময়ের পরিক্রমায় দয়াময় ঈশ্বরের কাছে ফেরার সেই পথ দেখাতে প্রভু যিশুখ্রিস্ট এই জগতে এসেছেন।

২. ঈশ্বরের মুক্তি পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা: পবিত্র বাইবেলের প্রাক্তন সন্ধির আদিপুস্তক থেকে নব সন্ধির প্রত্যাদেশ পুস্তক পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম সৃষ্টি থেকে প্রভু যিশুর সাধিত নতুন সৃষ্টির বর্ণনা পর্যন্ত বাইবেল আগাগোড়া মানুষের হৃদয়ে আশা ও উৎসাহ, দায়িত্বশীলতা ও সক্রিয়তা, প্রেম ও বিশ্বাস জাগাবার জন্যে অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণ। খ্রিস্টমণ্ডলী নিস্তার মহারাত্রিতে সৃষ্টি কাহিনীটি আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করে। পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আলোতে আমরা সৃজনশীল ঐশবাণীর রহস্য পূর্ণভাবে বুঝতে পারি: তাঁর দ্বারাই, বিনা উপাদানে, বিশ্বজগৎ অস্তিত্ব পেয়েছিল। মানব দেহ ধারণ ক'রে নাজারেথের যিশুতে ঐশ বাণী পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করেছিল; তাঁর মধ্যে অদৃশ্য পরেমশ্বর দৃশ্যমান হয়েছেন এবং তাঁরই মাধ্যমে সমস্ত মানবজাতি পিতার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছে *(যোহন ১৯:৩-১৪; এফে ১৪:১০; কল ১৪:১৫; হিব্রু ১৪:১-৩)*। প্রাক্তন সন্ধিতে বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহামকে নিয়ে মুক্তির ইতিহাসের একটি নতুন যুগ আরম্ভ হয়। ঈশ্বর নিজের আদেশ দিয়ে সে যুগের শুরু করেন। আব্রাহাম তাঁর বাবার বাড়ী ও তাঁর দেশ ছেড়ে ঈশ্বরের নির্দেশ মত অজানা এক দেশের পথে পা বাড়ান। সেই থেকে ঈশ্বরের সন্ধানে দিনের পর দিন তিনি যাত্রা আরম্ভ করেন।

শুধু ঈশ্বরের কথা শুনে, তাঁর পরিচয় লাভ ক'রে ও তাঁর ইচ্ছা পালন ক'রে আব্রাহামের জীবন অতিবাহিত হয়। আব্রাহাম অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, ঈশ্বরের আদেশের পর আসে তাঁর প্রতিশ্রুতি। আব্রাহামের জন্যে সেই প্রতিশ্রুতি হল একটি দেশ ও অসংখ্য বংশধর। এই প্রতিশ্রুত দেশ প্রথ মত হল কানান দেশ *(আদি ১২:৭)*, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্যকেই বুঝায়। আব্রাহামের বংশধর হচ্ছে প্রথমত তাঁর ছেলে ইসাহাক *(আদি ১৮:১০)*, কিন্তু পরবর্তীকালে সেই বংশধরের অর্থ দাঁড়ায় ঈশ্বরভক্ত বহুজাতির মানুষ, আকাশের তারাগুলোর মত ও সমুদ্রতীরের বালুকা রাশির মত অগণিত ধার্মিক মানুষ *(আদি ১৭:৫; ২২:২৭)*। অর্থাৎ তাঁর বংশধর তারাই হবে, যারা ঈশ্বরের কথা শোনে ও তা পালন করে *(যোহন ৮:৩১-৪০)*। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি প্রভু যিশুতে পূর্ণতা লাভ করেছে; যেমন সাধু পল বলেন, "তোমরা যদি এইভাবে খ্রিস্টেরই হও, তাহলে তোমরাই তো আব্রাহামের সেই বংশ, আর তাই ঈশ্বরের সেই প্রতিশ্রুত দান পাবার অধিকার তোমাদেরই" *(গালা ৩:২৯)*।

৩. ঈশ্বরের মানব মুক্তিকল্পে মনোনীত জাতি ইস্রায়েল: পবিত্র বাইবেলে আমরা দেখতে পাই ইস্রায়েল ঈশ্বরের মনোনীত ও আপন জাতি। এই জাতির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর মানব মুক্তির পরিকল্পনা চালিয়ে নিয়ে গেছেন। 'ইস্রায়েল' নামটির প্রেক্ষাপটে দেখি, ঈশ্বর এই নামটি দিয়েছিলেন যাকোবকে। যাকোব ছিলেন আব্রাহামের পুত্র ইসাহাকের ছোট ছেলে অর্থাৎ আব্রাহামের দৌহিত্র (নাতি)। ইসাহাকের শেষ বয়সে যাকোব মায়ের প্ররোচনায় চালাকি ক'রে বাবার বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করেছিল। এরপর মেসোপটেমিয়া দেশে মামার বাড়ীতে থাকাকালীন যাকোবের মনে ও জীবনে বেশ একটা পরিবর্তন এসেছিল। একদিন ঈশ্বরের নির্দেশ পেয়ে তিনি বসতি স্থাপনের জন্য প্রতিশ্রুত কানান দেশের দিকে রওনা হন। নদী তীরে এসে যাকোব দেখতে পান তাকে বধ করার জন্য একজন বীরযোদ্ধা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি সেই অপরিচিত বীরযোদ্ধার সাথে এক পর্যায়ে লড়াই শুরু করে দেন। সারা রাত লড়াই করতে করতে ভোরবেলায় সেই অপরিচিত বীরযোদ্ধার মধ্যে যাকোব স্বয়ং ঈশ্বরকে চিনতে পারেন। তিনি তখন বিনম্র হয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ যাচ্না করেন, "আপনি আমাকে আশীর্বাদ না করলে আপনাকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না! তিনি তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি?' যাকোব বললেন, 'আমার নাম যাকোব!' তখন তিনি বললেন, 'শোন, এর পরে তোমাকে আর যাকোব ব'লে ডাকা হবে না; তোমার নাম হবে ইস্রায়েল! কারণ তুমি ঈশ্বরের সাথে আর মানুষের সাথে সংগ্রাম করে জয়ী হয়েছ" *(আদি ৩২:২৭-২৯)*! প্রাক্তন সন্ধিতে ঈশ্বর এবং নব সন্ধিতে যিশুখ্রিস্ট বেশ কয়েকজনের নতুন নাম দিয়েছিলেন। পবিত্র বাইবেলের আলোকে আমরা বুঝতে পারি, কাউকে নতুন নাম দেওয়ার অর্থই হচ্ছে সেই ব্যক্তির উপর অধিকার স্থাপন করা। সেই থেকে ইস্রায়েল জাতির বিস্তৃতি। আর 'ইস্রায়েল' এমন মানুষদের বুঝায়, যারা অক্লান্তভাবে ঈশ্বরকে খোঁজ করে, ভাল মানুষ হওয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং অন্যদের প্রতি উদারতা দেখায়।

ঈশ্বরের মুক্তিকল্পে মনোনীত জাতি ইস্রায়েলের প্রতিশ্রুত দেশ ছিল কানান দেশ। পবিত্র বাইবেল ও সমসাময়িক অন্যান্য রচনায় 'কানান' শব্দটি একটি জাতিকে অথবা একটি দেশকে বুঝাতো। এখনকার প্যালেস্টাইন (ইস্রায়েল) দেশটির যে যে অংশ নিয়ে গঠিত, আগেকার কানান দেশটিও প্রায় একই অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। কানান দেশটি উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমধ্যসাগরের তীরের সমতল ভূমি, যার মাঝখানে কার্মেল পর্বত অবস্থিত। মধ্য অঞ্চলটি একটি মালভূমি (গালিলেয়া) ও পাহাড়ি অঞ্চল (সামরীয়া-যুদা) নিয়ে গঠিত। আর পূর্ব দিকে ছিল জর্ডন উপত্যকা। এই কানান দেশেই খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে যে সকল ইস্রায়েলীয়দের বংশ বসতি স্থাপন করেছিল, তাদের নিয়ে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দের দিকে রাজা দাউদ

ও রাজা সলোমনের রাজ্য গড়ে উঠেছিল। রাজা সলোমনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টপূর্ব ৯৩৩-৯৩১ অব্দে তাঁর রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়; দক্ষিণের রাজ্য যুদার রাজধানী হয় জেরুসালেম এবং উত্তরের রাজ্য ইস্রায়েলের রাজধানী হয় সামারীয়া। খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে ফিলিস্তিনরা ক্রীট দেশ থেকে দক্ষিণ দিকে চলে আসে। মিশরীয়দের কাছে পরাজিত হয়ে তারা ভূমধ্যসাগরের ধারে বসতি স্থাপন করে। যিশু খ্রিস্টের জন্মের কয়েকশত বছর পূর্বে, খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৩ অব্দে গ্রীকরা কানান দেশ জয় ক'রে নিয়ে নতুন নাম দেয় প্যালেস্টাইন (অর্থাৎ ফিলিস্তিনদের দেশ)। অবশেষে রোমীয়রা গ্রীকদের কাছ থেকে সেই কানান দেশ দখল করে খ্রিস্টপূর্ব ৬৪-৬৩ অব্দে। এরপর থেকে প্যালেস্টাইন রোমীয়দের অধীনে চলে যায় আর এর শাসন ভার দেওয়া হয় রাজা হেরোদের উপর (খ্রিস্টপূর্ব ৩৭ অব্দে)। এই রাজা হেরোদের শাসনামলেই ইস্রায়েলীয়দের প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা ঈশ্বরপুত্র যিশুখ্রিস্ট ঈশ্বরের মানবমুক্তি পরিকল্পনার পূর্ণতা দিতে এই জগতে আবির্ভূত হন।

ইস্রায়েল জাতির মানুষ একসময় জানতে ও বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের বিশ্বাসী পিতৃ পুরুষগণ, ঈশ্বর-সম্ভ্রমী রাজাগণ এবং ঈশ্বরের আপন মানুষ ও মুখপাত্র প্রবক্তাদের দ্বারা ঈশ্বর সার্বক্ষণিক তাদের পাশে থেকে দুঃখ-দুর্দশার দিনে তাদের পরিত্যাগ না ক'রে বরং মিশরের দাসত্ব থেকে প্রতিশ্রুত দেশে, সেই প্রত্যাশিত দুধ ও মধু প্রবাহিত দেশে মুক্ত ক'রে এনেছিলেন। তারা এ-ও অভিজ্ঞতা করেছিল যে, ঈশ্বর তাদের সত্যি ভালোবাসেন এবং তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাদের জন্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রস্তুত ক'রে গেছেন। ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক উপকার পেয়েছে এবং বহু শক্তিশালী জাতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। কাজেই দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে তারা এ কথা স্বীকার না ক'রে পারে না যে, যিনি পিতৃপুরুষদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তিনি শুধু তাদের ঈশ্বর নন, তিনি গোটা মানবজাতি ও মানব ইতিহাসের একমাত্র ঈশ্বর। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু। তিনিই সর্বেশ্বর, তাঁরই হাতে রয়েছে সব কিছুর অধিকার ও সকল জাতির গতিবিধি। নিজেদের ইতিহাসের কথা চিন্তা-ভাবনা ক'রে, তাদের প্রতি ঈশ্বরের সীমাহীন করুণা দেখে ও বিজাতিদের মধ্যে তাঁরই মহাকর্ম প্রত্যক্ষ ক'রে ইস্রায়েলীয়রা এ অপূর্ব বিশ্বাস লাভ করেছে। সেই একই বিশ্বাস আজ আমরাও লালন করছি।

৪. মানব মুক্তিকল্পে প্রতিশ্রুত খ্রিস্ট ও খ্রিস্টের রাজত্ব: "পরমেশ্বর জগতকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করে দিয়েছেন, যাতে, যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, তার যেন বিনাশ না হয়; বরং সে যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন" *(যোহন ৩:১৬)*। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই যিশুখ্রিস্ট আমাদের মাঝে আবির্ভূত হন। আমাদের খ্রিস্টমণ্ডলী হলো খ্রিস্টের নিগূঢ় দেহ ও তাঁর ঐশ জনগণ। স্বয়ং যিশু খ্রিস্টই হলেন এই দেহরূপ মণ্ডলীর মস্তকস্বরূপ। নতুন নিয়মে মণ্ডলী বলতে বুঝায় প্রেরিতশিষ্যদের ঐশবাণী প্রচার ও তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে যিশুখ্রিস্টের নামে মিলিত বিশ্বাসী জনগণ। নতুন নিয়মে মণ্ডলীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় খ্রিস্টীয় উপাসনার সময়; যখন প্রকাশ্যে দেখা যায় পিতা ঈশ্বরের আহ্বানে খ্রিস্টেরই দ্বারা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে সংগৃহীত বিশ্বাসীদের জন-সমাগম। খ্রিস্টমণ্ডলীর গভীর রহস্যকে বুঝানোর জন্য দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার খ্রিস্টমণ্ডলী বিষয়ক সংবিধানে মণ্ডলী সম্পর্কে বিভিন্ন উপমা, বর্ণনা ও রূপকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। যেমন- খ্রিস্টমণ্ডলী হচ্ছে ঐশ জনগণ, ঐশরাজ্যের সূচনা, ঈশ্বরের উপস্থিতির সংস্কার এবং বিশেষ করে খ্রিস্টপ্রসাদের দ্বারা খ্রিস্টে মিলিত বিশ্বাসীদের সমাজ। অনেক সময় মণ্ডলীকে ঈশ্বরের গৃহ বলেও অবিহিত করা হয়। আবার বলা হয়, মণ্ডলী হচ্ছে যিশুখ্রিস্টের নিষ্কলঙ্কা বধূ।

"সুতরাং যাও, তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর"- প্রভু যিশুর এই নির্দেশের অতীব দৃশ্যমান ফল খ্রিস্টমণ্ডলী। এই জগত থেকে যিশুর প্রস্থান এবং তাঁর স্থায়ী উপস্থিতির নিদর্শনরূপে অদৃশ্য ও জ্যোতির্ময়রূপে রয়ে গেছে মণ্ডলী। সর্বোপরি মণ্ডলী বিশ্বাসীদের জনসমাজ, আশায় পরিপূর্ণ এবং আশা উদ্দীপক জনসমাজ, ভ্রাতৃপ্রেমসম্পন্ন জনসমাজ; তার বিশ্বাসের যা উপজীব্য, তার আশার যা কারণ এবং ভালোবাসার যে নতুন আদেশ, সেদিকে তাকে অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে। আদিমণ্ডলীর খ্রিস্টভক্তরা হয়ে উঠেছিল এক জীবন্ত মঙ্গলসমাচার। তারা প্রভু যিশুর স্মৃতির সঙ্গে প্রাণময় সম্পর্ক রাখতো খ্রিস্টমণ্ডলীর ঐতিহ্য এবং ঐশবাণী অবিরাম শ্রবণের মাধ্যমে। খ্রিস্টভক্তরা অনুভব করতো যে তারা প্রতিনিয়ত পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত এবং পরিস্থিতি অনুসারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পবিত্র আত্মাই তাদের সাহায্য করেন। পবিত্র আত্মার অবতরণ খ্রিস্টসমাজকে সর্বজনীন করে তুলে। পঞ্চাশত্তমীর দিনটিতে জগতে গড়ে ওঠে এক নতুন খ্রিস্টীয় মিলনসমাজ। ঈশ্বরপুত্র মানব-স্বভাব গ্রহণ করে নিজের মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা মরণকে জয় করে মানুষের মুক্তির জন্য নিজেকে দান করে দিলেন এবং তাকে নবসৃষ্টিতে রূপান্তরিত করলেন।

বিশেষ প্রেরণকাজ ও উদ্দেশ্যের জন্য প্রভু যিশু কর্তৃক মনোনীত এবং প্রেরিত বারজন শিষ্যকেই প্রেরিতশিষ্য বলা হয়। তাঁদের কাজ এবং পরিচয় যিশুর মৃত্যুর সাথে সাথে থেমে যায়নি বরং তা আবার নতুন ক'রে নতুন উদ্যমে শুরু হয়েছে। প্রেরিতশিষ্যদের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আজকের পুণ্যময়ী খ্রিস্টমণ্ডলী। মণ্ডলীর জীবনে তাই প্রেরিতশিষ্যদের গুরুত্ব অতুলনীয়। তাঁদের বাদ দিয়ে মণ্ডলীর জীবন কল্পনা করা যায় না। কারণ প্রভু যিশুখ্রিস্ট প্রেরিতশিষ্যদের উপরই তাঁর মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন; বিশেষ করে সাধু পিতরের উপর তিনি মণ্ডলীর দায়িত্বভার তুলে দিয়েছিলেন। এরপর যিশুর অবর্তমানে শিষ্যেরাই যিশুর প্রচারিত বাণী ও শিক্ষাকে তাঁরা নিজ জীবনে গ্রহণ এবং পালন করেছেন এবং তা প্রচার করেছেন ও যিশুর জীবনাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা বিভক্ত হয়ে শুধু ইহুদিদের মধ্যেই নয় বরং বিজাতীয়দের অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েন। প্রচার কাজের ক্ষেত্রে তারা শুধু নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলে বা স্থানেই দীর্ঘ সময় ধরে থাকেননি, একেক স্থানে কয়েকদিন থেকে খ্রিস্টের বাণী শোনান এবং যারা বিশ্বাস করতো তাদের মধ্যে উপাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। এভাবে দেখা যায় যে, নতুন বিশ্বাসীরা যিশুর পুনরুত্থান রহস্য বুঝতে পারত এবং নিজেদেরকে খ্রিস্টের অনুসারী হিসাবে পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করতো। যিশু খ্রিস্ট যেহেতু মণ্ডলীর মস্তকস্বরূপ, সেহেতু যিশুর মধ্য থেকেই উৎসারিত হয়েছে মণ্ডলী গঠনের প্রাণশক্তি এবং অনুপ্রেরণা।

৫. ঈশ্বরের মানব মুক্তি পরিকল্পনায় খ্রিস্টমণ্ডলী: আদিমণ্ডলীতে সকলে প্রেরিতদূতদের শিক্ষা গ্রহণে, জীবন সহভাগিতায়, রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানে ও প্রার্থনাসভায় নিষ্ঠার সঙ্গে যোগ দিত। যারা বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, তারা সকলে একসঙ্গে থাকত এবং সবকিছুতে সকলের সমান অধিকার ছিল। তারা নিজেদের বিষয়সম্পদ বিক্রি করে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে তা সকলের মধ্যে ভাগ করে দিত। তাদের কেউই নিজের সম্পত্তির কোন কিছু নিজের বলত না বরং সবকিছু ছিল সকলের। তাদের মধ্যে কেউই অভাবে থাকলে তাদের সাহায্য সহযোগিতা করতো। যারা জমি বা বাড়ির মালিক ছিল, তারা তা বিক্রি করে যে টাকা পেতো তা প্রেরিতদূতদের পায়ের কাছে এনে রাখত; পরে তা প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে ভাগ করে দেওয়া হতো। মণ্ডলীর মধ্যে এই একাত্মতাই হল পবিত্র আত্মার প্রকৃত ফল এবং ফলপ্রসূ বাণীপ্রচারের লক্ষ্যে অত্যাবশ্যকীয় শর্ত।

মণ্ডলী কর্তৃক তিনটি কর্তব্য সাধনের জন্য প্রভু যিশুখ্রিস্ট মণ্ডলীতে বিভিন্ন দান দিয়েছেন। এই তিনটি কর্তব্য হচ্ছে- ঈশ্বরের পরিচর্যা (উপাসনা), বিশ্বাসীদের গড়ে তোলা (বাণী প্রচার) এবং জগতের পরিচর্যা (সেবাকাজ)। খ্রিস্ট শুধু মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা নয়, তিনি মণ্ডলীর মাঝে সর্বদা জীবিত এবং উপস্থিত। তাই আমরা যখন আমাদের জীবন দিয়ে বাণীপ্রচার করি তখন যিশুই আমাদের হয়ে বাণীপ্রচার করেন। মণ্ডলী মানুষের নিরাময়ের জন্য কাজ করেন আর স্বয়ং খ্রিস্টই মণ্ডলীকে নিরাময় করেন। খ্রিস্টের বাণীপ্রচার করতে গিয়ে বিশ্বাসীভক্তগণ যখন অত্যাচারিত হয় তখন খ্রিস্টও তাদের সাথে অত্যাচারিত হন। অর্থাৎ মহৎ কাজ সম্পাদন করার জন্য খ্রিস্ট সর্বদাই মণ্ডলীতে, বিশেষত: উপাসনা-উৎসবে উপস্থিত আছেন। তিনি উপস্থিত আছেন খ্রিস্টযাগের অনুষ্ঠানে; শুধুমাত্র যাজকের মাধ্যমেই নয় তিনি উপস্থিত আছেন প্রত্যেক ভক্তদের মাঝে; তিনি বিশেষভাবে উপস্থিত খ্রিস্টপ্রসাদের মধ্যে। তাঁর শক্তি নিয়ে তিনি সংস্কারগুলোতে উপস্থিত আছেন, তাই কেউ যখন দীক্ষাস্নাত করেন তখন আসলে খ্রিস্টই দীক্ষাস্নাত করেন।

আমাদের স্থানীয় মণ্ডলী সবসময় বিশ্বমণ্ডলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত; তাই মণ্ডলী মাত্রই স্থানীয়ভাবে বিশ্বমণ্ডলীরই ঐতিহ্য ও ধারা সংরক্ষণ করে থাকে। আমাদের বর্তমান খ্রিস্টমণ্ডলীতে আমরা প্রতিনিয়ত মণ্ডলীর ঐতিহ্য রক্ষায় বিভিন্ন ভূমিকা পালন করছি। সাধু পল করিন্থিয় মণ্ডলীর প্রশংসা করেছেন কারণ তারা তাদের মণ্ডলীর ঐতিহ্য রক্ষা করে চলে। "তোমরা সব ব্যাপারেই যে আমার কথা মনে রাখ এবং যে ঐতিহ্যগত শিক্ষা আমি তোমাদের কাছে সম্প্রদান করেছি, তার সমস্ত কিছু যে তোমরা আঁকড়েই থাক তার জন্য আমি তোমাদের প্রশংসা করছি" *(১ম করি ১:২)*। খ্রিস্টের মঙ্গলবার্তা সর্বজনীন। পিতা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা মানেই মঙ্গলবাণী প্রচার করা; পবিত্র আত্মায় অনুপ্রাণিত হয়ে যিশুখ্রিস্টের বাণীর মধ্য দিয়ে পিতার মাহাত্ম্য ঘোষণা করা। পিতা ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে বিশ্বজগকে ভালোবেসেছেন ও পরিত্রাণ সাধন করেছেন, তাঁর মানবদেহধারী বাণীর মধ্য দিয়ে তিনি সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব দিয়েছেন এবং মানুষকে শাশ্বত জীবনযাপনের জন্য আহ্বান করেছেন। "ঈশ্বর মানব-স্বভাব গ্রহণ করে নিজের মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা মরণকে জয় করে মানুষের পরিত্রাণ সাধন করেছেন এবং নবসৃষ্টিতে জগতকে রূপান্তরিত করলেন" *(গালা ৬:১৫)*।

৬. উপসংহার: দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলসমূহের "বর্তমান জগতে খ্রিস্টমণ্ডলী" বিষয়ক সংবিধানে বলা হয়েছে, "নতুন আদম খ্রিস্ট, পিতা পরমেশ্বর ও তাঁর ভালোবাসার রহস্য প্রকাশের মধ্য দিয়েই, মানুষকে তার নিজের কাছে পূর্ণভাবে প্রকাশ করেন " *(অনু. ২২)*। তাই জলে ও পবিত্র আত্মায় আমাদের নবজন্ম লাভ করা প্রয়োজন *(যোহন ৩:৫)*। এই 'নবজন্ম' বা 'নবসৃষ্টি' যিশুতে আরম্ভ হয়েছে *(২ করি ৫:১৭)* এবং যা নশ্বর তা পরলোকে অবিনশ্বরতা লাভ করার পর পূর্ণ ও উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পাবে *(১ করি ১৫:৫৩)*। সাধু পল প্রভু যিশুকে 'নতুন আদম' বলে আখ্যায়িত করেন। প্রথম আদম মানুষ হয়েও ঈশ্বরের সমকক্ষ হতে চেয়েছিল; সৃষ্ট জীব হওয়াতে আদম খুশি হয়নি। অপরদিকে প্রভু যিশু ঈশ্বর হয়েও দাসের অবস্থা গ্রহণ করলেন, "তিনি তো স্বরূপে ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সাথে তাঁর সমতুল্যতা আঁকড়ে থাকতে চাইলেন না; বরং নিজেকে তিনি রিক্ত করলেন; দাসের স্বরূপ গ্রহণ ক'রে তিনি মানুষের মতো হয়েই জন্ম নিলেন। আকারে প্রকারে মানুষের মতো হয়ে তিনি নিজেকে আরও নমিত করলেন; চরম আনুগত্য দেখিয়ে তিনি মৃত্যু এমন কি ক্রুশের মৃত্যু মেনে নিলেন" *(ফিলি ২:৬-৮)*। প্রথম আদমের অবাধ্যতার ফলে সবাই জীবন-পথ হারিয়ে ফেলেছিলো আর নতুন আদম প্রভু যিশুর বাধ্যতার গুণে সবাই আবার অনন্ত জীবন-পথ খুঁজে পেয়েছে এবং ঈশ্বর-সন্তানের অধিকার লাভ করেছে; কারণ প্রভু যিশুই আমাদের কাছে জীবনবৃক্ষ *(প্রত্যা ২২:১-২)*। আজ আমাদের সামনে প্রভু যিশু পথ, সত্য ও জীবন; যিশুর মধ্য দিয়ে গেলেই আমরা পিতার পরমেশ্বরের কাছে যেতে পারবো। কেননা প্রভু যিশু এসেছেন যাতে আমরা জীবন পাই এবং পুরোপুরি ভাবেই তা পাই। আদিতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হয়েও যে গৌরব, যে শাশ্বত শান্তির স্থান আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম; সেই গৌরব, সেই শাশ্বত শান্তির স্থান ফিরে পেতে আমাদেরকে যিশু খ্রিস্টের দেখানো পথেই অবিরাম চলতে হবে। আর এটাই হল ঈশ্বরের মানব মুক্তিকল্পে আমাদের ঐশ অভিযাত্রা।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

১. মিংঙো, খ্রীস্তিয়াঁ এস. জে ও সজল বন্দ্যোপাধ্যায়: মঙ্গলবার্তা বাইবেল, (প্রাক্তন সন্ধি, ১ম ও ২য় ভাগ), প্রতিবেশী প্রকাশনী, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা, ২০০২।

২. মার্তোসিয়া, ফা. জিয়ান্নী (অনু.): পঞ্চপুস্তক, খ্রীষ্টদীক্ষার্থীদের বাইবেল, জাতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ১৯৯৪।

৩. সীমা, ফা. ফ্রান্সিস গমেজ ও ফা. বার্ণাড পালমা (সম্পা.): দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলসমূহ, কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ১৯৯০।

৪. BROWN, Matthew B.: *The Plan of Salvation: Understanding our Divine Origin and Destiny, Covenant Communications, Inc., 2007.*

৫. FLANAGAN, Neal M.: *Salvation History: An Introduction to Biblical Theology, Sheed* and Ward, Maryland, 1964.

৬. PAUL, Vincent N.: *The Plan of Salvation,* St. Joseph Press, New York, 2008

৫ পৃষ্ঠার বাকি অংশ

প্রশ্ন : আমি কি সত্যিই যাত্রায় আছি? নাকি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, নড়ছি না। আমি কি আমার আরামপ্রিয় অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে অনিচ্ছুক?

মানুষের অন্তর জগতকে যিশুর আদর্শের আলোকে আলোকিত করতে ও গোটা জীবনটাকে খ্রিস্টীয়করণ করতে আমরা তীর্থে সমবেত হই। 'মনের কালি দূর করে তুই করিস তারে ডাকা ডাকি - মনটা তোর তীর্থ হবে তারে পাবি জীবন ব্যাপী'।

উপসংহার: জুবিলী শুদ্ধ করবে আমাদের চিন্তা চেতনা ও কর্ম। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ জুবিলী বছরটি আমাদের জন্য হয়ে উঠুক চেতনার বছর। যুগের পর যুগ ধরে, কত প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে বাংলাদেশের খ্রিস্টবিশ্বাসী জনগণ তাদের ধর্মবিশ্বাসকে ধারণ, যাপন, লালন, পালন, ও বহন করে আসছে এবং বিশ্বস্ততার সাথে পৌঁছে দিয়েছে তাদের ভাবী বংশের কাছে। খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের আশা প্রত্যাশা প্রদান করে। বর্তমান বাস্তবতার নিরিখে খ্রিস্টবিশ্বাস নবায়ন ও খ্রিস্টমণ্ডলীর বিশ্বাসের যত্নের বিষয়টি জরুরী প্রয়োজন। আত্মিক জীবনের প্রতি উদাসীনতা, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় যেন প্রবল হয়ে উঠছে।

অনুধ্যানমূলক প্রশ্ন: কীভাবে আমরা জুবিলীর চেতনায় ও অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হতে পারি?

প্রার্থনা: হে পিতা, অনুনয় করি তোমায়: আমরা যেন মা মারীয়ার মত খ্রিস্টকে অন্তরে গ্রহণ করতে পারি এবং বিশ্বাসের শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে যেন খ্রিস্টের মানবজন্ম-রহস্য উপলব্ধি করতে পারি।

(২২ সংখ্যার পরবর্তী অংশ)

পৃথিবীর আর্তনাদ ও পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বান: পরিবেশ নীতি, নৈতিকতা ও পদ্ধতিগত চিন্তা-ভাবনা

ড. ফাদার তপন ডি' রোজারিও

৮। জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে পাঠ্যের ২৩-২৬ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ১৬৫ ও ১৬৯ নম্বর অনুচ্ছেদে এমনভাবে আলোচনা করা হয়েছে যা আজকের বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক সম্মতির সঠিক প্রতিফলন ঘটায়। এটি আশ্চর্যের কিছু নয়, কারণ আমাদের একজন প্রধান জলবায়ু বিজ্ঞানী হান্স জোয়াখিম শেলনহুবার দীর্ঘ বার মাস ধরে 'লাউদাতো সি'-র খসড়া প্রণয়নের সময় পোপের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ছিলেন। এই খ্যাতনামা জার্মান জলবায়ু বিজ্ঞানী এবং পটসডাম ইনস্টিটিউট ফর ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট রিসার্চ-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। পোপ ফ্রান্সিসের পরিবেশ বিষয়ক ধর্মপত্র লাউদাতো সি'-এর অন্যতম প্রধান বৈজ্ঞানিক সহযোগী হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি জলবায়ু বিজ্ঞান এবং নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটাতে সহায়তা করেন। তাঁর বিশ্লেষণ লাউদাতো সি'-তে পরিবেশগত পরিবর্তন এবং সমন্বিত পরিবেশভাবনার আহ্বানকে শক্ত ভিত্তি দেয়, যা প্রকৃতি ও মানবতার প্রতি সম্মান রেখে জলবায়ু পরিবর্তনের সুষ্ঠু, নৈতিক ও টেকসই সমাধানের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে।

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত অংশটি (২৩ নম্বর অনুচ্ছেদে) নৈতিক আহ্বান দিয়ে শুরু হয়: "জলবায়ু একটি সাধারণ সম্পদ, যা সকলের জন্য এবং সবারই জন্য অর্থাৎ সর্বজনীন।" এর পর সংক্ষেপে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (গ্লোবাল ওয়ার্মিং) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে: "প্রধানত মানব কার্যকলাপের ফলে নিঃসরিত গ্রিনহাউস গ্যাসের (কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং অন্যান্য) উচ্চ ঘনত্বের কারণে।" গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রধান দুই উৎস হিসেবে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যাপক ব্যবহার এবং কৃষির জন্য বন উজাড়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন ফলাফলের মধ্যে আলোচনা হয়েছে- সাগরের পানি স্তরের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি এবং বৈরী আবহাওয়ার অবস্থার বৃদ্ধি (২৩); পৃথিবী নামের গ্রহের জীববৈচিত্র্যের হ্রাস এবং সাগর-মহাসাগরের অ্যাসিডিফিকেশন, যা সামুদ্রিক খাদ্য শৃঙ্খলকে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে (২৪); এবং জলবায়ু শরণার্থীদের সংখ্যার দুঃখজনক বৃদ্ধি (২৫) ঘটাচ্ছে।

এই বিশ্লেষণের পর পোপ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ কমানোর এবং অবশেষে জীবাশ্ম জ্বালানি ধাপে ধাপে বন্ধ করার জন্য জরুরি আহ্বান জানান:

কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং অন্যান্য অত্যন্ত দূষণকারী গ্যাসের নিঃসরণ যাতে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ব্যাপকভাবে কমানো যায়, সেজন্য নীতিমালা প্রণয়ন এখন অত্যন্ত জরুরি। উদাহরণস্বরূপ, জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বিকাশ করা যেতে পারে। বিশ্বজুড়ে পরিচ্ছন্ন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রাপ্তি এখনও অত্যন্ত সীমিত (২৬)।

আমরা জানি, উচ্চ মাত্রার দূষণকারী জীবাশ্ম জ্বালানির ভিত্তিতে পরিচালিত প্রযুক্তি - বিশেষ করে কয়লা, তবে তেল এবং কিছুটা পরিমাণে গ্যাসও - ধাপে ধাপে এবং বিলম্ব না করেই পরিবর্তন করা প্রয়োজন (১৬৫)।

শেষ দিকে, পোপ ফ্রান্সিস কার্যকর জলবায়ু নীতি প্রণয়নে ধীরগতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং স্পষ্টভাবে এই পরিস্থিতিকে নৈতিক ব্যর্থতা হিসেবে নিন্দা জানান:

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি দুর্ভাগ্যজনকভাবে খুবই কম হয়েছে। গ্রীনহাউস গ্যাস কমানোর জন্য প্রয়োজন সততা, সাহস ও দায়িত্ববোধ - বিশেষ করে সেই দেশগুলোর পক্ষ থেকে যারা অধিক শক্তিশালী এবং সবচেয়ে বেশি দূষণ করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনা তেমন অগ্রসর হতে পারছে না, কারণ কিছু দেশ তাদের জাতীয় স্বার্থকে বৈশ্বিক সাধারণ মঙ্গলের উপরে স্থান দিচ্ছে। আমরা যা আড়াল করার চেষ্টা করছি, তার ফল ভোগ করতে হবে যাদের, তারা এই বিবেক ও দায়িত্ববোধের ব্যর্থতাকে কখনোই ভুলে যাবে না।

৯। অর্থনৈতিক অসমতা

সম্পূর্ণ এনসাইক্লিক্যালে পোপ ফ্রান্সিস পরিবেশগত এবং সামাজিক অবনতির পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ওপর জোর দেন। তিনি অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ধ্বংসাত্মক সামাজিক প্রভাবের বহু চিহ্ন তালিকাভুক্ত করেন, বিশেষ করে অর্থনৈতিক অসমতার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে:

মানব পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ একসাথে অবনতি ঘটছে; আমরা পরিবেশের অবক্ষয়কে যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে পারব না, যদি না আমরা মানব ও সামাজিক অবক্ষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত কারণগুলোর প্রতিও মনোযোগ দিই। বাস্তবে, পরিবেশ ও সমাজের এই অবনতি পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায় ও দুর্বল মানুষদের ওপরই সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে (৪৮)।

বৈশ্বিক পরিবর্তনের সামাজিক দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ফলে কর্মসংস্থানে প্রভাব, সামাজিক বর্জন, জ্বালানি ও অন্যান্য সেবার বৈষম্যমূলক বণ্টন ও ভোগ, সামাজিক ভাঙন, সহিংসতা বৃদ্ধি এবং নতুন ধরনের সামাজিক আগ্রাসনের উত্থান, মাদক চোরাচালান, তরুণদের মধ্যে মাদক ব্যবহার বৃদ্ধি, এবং পরিচয় বিভ্রাট। এসব লক্ষণ প্রমাণ করে যে, বিগত দুই শতকের প্রবৃদ্ধি সব সময় সমন্বিত উন্নয়ন বা জীবনের মানোন্নয়নে সহায়ক হয়নি। এর কিছু লক্ষণ প্রকৃত সামাজিক অবক্ষয়েরও ইঙ্গিত দেয়- সম্প্রীতি ও সামাজিক সংহতির বন্ধন নিঃশব্দে ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে (৪৬)।

বৈষম্য বা অসমতা শুধু ব্যক্তি নয়, বরং সম্পূর্ণ দেশগুলোকেও প্রভাবিত করে; এটি আমাদেরকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নৈতিকতা নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে। একটি প্রকৃত "পারিবেশিক ঋণ" বিদ্যমান, বিশেষ করে বৈশ্বিক উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে- যা পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলা বাণিজ্যিক অসমতার সঙ্গে এবং কিছু দেশের দীর্ঘমেয়াদি অতিরিক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত... "আমরা লক্ষ্য করি যে, প্রায়শই যেসব কোম্পানি এভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালায়, তারা মহাশক্তিধর বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান" (৫১)।

সম্ভবত লাউদাতো সি' ধর্মপত্রের সবচেয়ে অপ্রত্যয়নীয় অংশটি হলো অনুচ্ছেদ ৫০, যেখানে পোপ ফ্রান্সিস জনসংখ্যা স্থিতিশীল করার বিষয়টির গুরুত্বকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এটি হয়তো খুব বেশি বিস্ময়কর নয়, কারণ গর্ভনিরোধের প্রতি কাথলিক চার্চের কঠোর বিরোধিতা সুবিদিত। তবে এটি বিশেষভাবে দুর্ভাগ্যজনক, কারণ জনসংখ্যাতত্ত্ববিদরা বারবার দেখিয়েছেন-

জন্মহার হ্রাস এবং নারীর অধিকার, বিশেষ করে শিক্ষার সুযোগের মধ্যে একটি দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে পোপের কাছে এটিও একটি সুযোগ হতে পারত যাতে তিনি পরিবেশগত ভারসাম্য এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের আন্তঃনির্ভরশীলতাকে আরও জোর দিয়ে তুলে ধরতে পারতেন, যা তাঁর ধর্মপত্রের অন্যতম প্রধান বিষয়।

১০। বিশ্বব্যাপী সমঝোতার প্রয়োজন

পৃথিবীর অবস্থার ব্যাপক প্রণালীগত ও নৈতিক বিশ্লেষণের শেষে পোপ ফ্রান্সিস উপসংহারে বলেন, কার্যকর পদক্ষেপের জন্য একটি বিশ্বব্যাপী সমঝোতা জরুরি:

গভীরতর সমস্যাগুলোর মোকাবিলায় একটি বৈশ্বিক ঐকমত্য অত্যন্ত জরুরি, যা কোনো একটি দেশের একতরফা পদক্ষেপে সমাধান সম্ভব নয়। এই ধরনের ঐকমত্য, উদাহরণস্বরূপ, টেকসই ও বৈচিত্রময় কৃষি পরিকল্পনা, নবায়নযোগ্য ও কম দূষণকারী জ্বালানির বিকাশ, শক্তির আরও দক্ষ ব্যবহারকে উৎসাহিত করা, সমুদ্র ও বনসম্পদের উন্নত ব্যবস্থাপনা প্রচার এবং সকলের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের নিশ্চয়তা প্রদান করতে সহায়ক হতে পারে।

পোপ অতীব জরুরি বৈশ্বিক ঐকমত্য অর্জনে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাবের কঠোর নিন্দা জানান, এবং তিনি মূল দোষ হিসেবে বিস্তৃত ও প্রায়-প্রাতিষ্ঠানিক রূপধারণকারী রাজনৈতিক দুর্নীতিকে নির্দ্বিধায় চিহ্নিত করেন।

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া কতটা দুর্বল হয়েছে তা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। পরিবেশ নিয়ে বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনের ব্যর্থতা স্পষ্ট করে যে, আমাদের রাজনীতি প্রযুক্তি ও আর্থিক স্বার্থের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বিশেষ স্বার্থের প্রভাব অনেক বেশি, আর অর্থনৈতিক স্বার্থ সাধারণ কল্যাণের ওপর প্রাধান্য পেয়ে তথ্যকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে তাদের নিজস্ব স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় (৫৪)।

তাৎক্ষণিক ফলাফলমূলক রাজনীতি, যা ভোগবাদী জনসাধারণের একটি অংশের দ্বারা সমর্থিত, স্বল্পমেয়াদি প্রবৃদ্ধি অর্জনের দিকে ধাবিত হয়। নির্বাচনী স্বার্থের কারণে সরকারগুলো জনগণের ভোগের মাত্রা কমানো বা বিদেশী বিনিয়োগে ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে এমন পদক্ষেপ নিতে অনিচ্ছুক থাকে। ক্ষমতার রাজনীতির এই স্বল্পদৃষ্টি সরকারগুলোর সামগ্রিক কর্মসূচিতে দূরদর্শী পরিবেশগত এজেন্ডা অন্তর্ভুক্ত করাকে বিলম্বিত করে (১৭৮)।

যেসব দুর্নীতির মাধ্যমে কোনও প্রকল্পের প্রকৃত পরিবেশগত প্রভাব গোপন রাখা হয় কোন না কোন বিনিময় সুবিধার আশায়, সেগুলো প্রায়শই এমন ভুয়া চুক্তি তৈরি করে, যা যথাযথ তথ্য সরবরাহ করে না এবং পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বা বিতর্কের সুযোগও দেয় না (১৮২)।

তার সার্বিক এনসাইক্লিক্যাল জুড়ে পোপ ফ্রান্সিস বিশ্বব্যাপী অসংখ্য বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) কার্যক্রমের প্রশংসা করেন, যারা বিশ্ব নাগরিক বা সুশীল সমাজ হিসেবে পরিচিত, যারা জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামগ্রিক সমাধান গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে:

এখানে আমি তাদের সকলকে স্বীকৃতি দিতে, উৎসাহিত করতে ও ধন্যবাদ জানাতে চাই- যারা নানাভাবে আমাদের এই যৌথ বাসস্থান রক্ষায় নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য তাদের, যারা ক্লান্তিহীনভাবে পরিবেশ বিপর্যয়ের করুণ প্রভাব থেকে বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের জীবন রক্ষা করতে নিরলস চেষ্টা চালাচ্ছে। তরুণ প্রজন্ম পরিবর্তনের দাবি জানাচ্ছে (১৩)।

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ আন্দোলন ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে এবং এই চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অসংখ্য সংগঠন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছে (১৪)।

আন্তর্জাতিক সংস্থা ও নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর প্রতিশ্রুতিশীল উদ্যোগের প্রশংসা না করে আমরা থাকতে পারি না- যারা এসব বিষয়ের প্রতি জনসচেতনতা সৃষ্টি করে এবং গঠনমূলক সহযোগিতা প্রদান করে, তারা বৈধ চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে চায় যেন প্রতিটি সরকার নিজের দেশের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় যথাযথ ও অবিচ্ছিন্ন দায়িত্ব পালন করে, এবং কোনো ভুয়া স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক স্বার্থের কাছে আত্মসমর্পণ না করে।

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ আন্দোলন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, যার কৃতিত্ব অনেকাংশে নাগরিক সমাজের বিভিন্ন সংগঠনের অনবদ্য প্রচেষ্টার। তাদের সকলকে এখানে উল্লেখ করা বা তাদের অবদানের ইতিহাস পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়। তবে তাদের প্রচেষ্টার ফলেই পরিবেশ-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো ক্রমশ জনসচেতনতার আলোচনায় স্থান করে নিয়েছে এবং আরও দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহিত করেছে (১৬৬)।

শেষ পর্যন্ত, পোপ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, উপযুক্ত পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি তৈরী করার একমাত্র কার্যকর উপায় হলো- সব পর্যায়ের সরকারের ওপর তৃণমূল আন্দোলনের রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা:

সমাজকে- বেসরকারি সংস্থা ও মধ্যবর্তী গোষ্ঠীগুলোর মাধ্যমে, সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তারা আরও কঠোর নিয়ম-কানুন, প্রক্রিয়া ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। যদি নাগরিকরা জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ না রাখতে পারে, তাহলে পরিবেশের ক্ষয়-ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না।

এই এনসাইক্লিকালটির মাধ্যমে পোপ ফ্রান্সিস একক প্রচেষ্টায় কাথলিক চার্চকে পরিবেশ আন্দোলনের অগ্রভাগে নিয়ে এসেছেন এবং বাস্তব অর্থে নিজেকে ভ্যাকলাভ হ্যাভেল, জিমি কার্টার বা দালাই লামার ধারায় একজন বিশ্বনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমরা শুধু এটুকুই আশা করতে পারি যে লাউদাতো সি'-এর প্রজ্ঞা ও গভীর আবেগ বিশ্বজুড়ে শক্তভাবে আওয়াজ তুলে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে বিশ্ব মানব সমাজে যুগ যুগ ধরে।

১১। আন্তঃধর্মীয় সংযোগ: একটি যৌথ নৈতিক দায়িত্ব

Laudato Si' দলিলে পোপ ফ্রান্সিস বলেন, পরিবেশগত সংকট শুধু বৈজ্ঞানিক বা রাজনৈতিক ইস্যু নয়- এটি একটি গভীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চ্যালেঞ্জ। তিনি আন্তঃধর্মীয় সহযোগিতার আহ্বান জানান, এই বিশ্বাস থেকে যে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম একসাথে আমাদের অভিন্ন ঘর, পৃথিবীর দেখভাল করতে পারে ও করা উচিত।

এই আহ্বান বহু ধর্মীয় ঐতিহ্যে প্রতিধ্বনিত হয়। ইহুদীধর্মে, 'তিখোন ওলাম'(tikkun olam) বা "পৃথিবী মেরামত" করার শিক্ষা মানুষকে ন্যায্যতা ও পরিবেশ রক্ষায় উৎসাহিত করে। পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ আছে যে, প্রতি সাত বছরে একবার জমিকে বিশ্রাম দিতে হবে *(লেবীয় ২৫)*, যা এক গভীর পরিবেশজ্ঞান বহন করে। ইসলামে, খিলাফাত ধারণা অনুযায়ী মানুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথিবীর তত্ত্বাবধায়ক, যাকে প্রকৃতি রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। হিন্দুধর্মে, প্রকৃতি বা প্রকৃতি দেবীকে পবিত্র ও সকল জীবনের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কিত মনে করা হয়, যা পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও ভারসাম্যমূলক আচরণে উদ্বুদ্ধ করে। বৌদ্ধধর্মে, করুণা ও অহিংসা-র নীতি সকল প্রাণীর প্রতি যত্ন ও সহমর্মিতা গড়ে তোলে।

এই ধর্মীয় মূল্যবোধসমূহ পোপ ফ্রান্সিসের সমন্বিত পরিবেশচিন্তার (integral ecology) সঙ্গে মিল রেখে একটি গভীর নৈতিক ঐক্য তুলে ধরে। সকল ধর্ম বিশ্বাস করে- এই পৃথিবী একটি উপহার, শুধুমাত্র ভোগের বস্তু নয়। তাই প্রকৃতির যত্ন নেওয়া হচ্ছে আমাদের এক পবিত্র দায়িত্ব, যা আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রক্ষা করে চলেছি। ***(চলবে)***

(২২ সংখ্যার পরবর্তী অংশ)

কুমারী মারীয়া : কাথলিক বিশ্বাস ও কুমারী মারীয়াকে ঘিরে ভ্রান্ত ধারণার এক সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা

পাভেল ফ্রান্সিস রোজারিও

গ-৫- কুমারী মারীয়া কি আসলেই কুমারী ছিলেন?

যদিও এই আলোচনার আগে আমরা আরও অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম কিন্তু এই আলোচনা দিয়েই আমাদের আলোচনা শেষ হয়েছিল। আমরা এরপর দুপুরের খাবার খেতে চলে গেলাম এবং সে খাওয়ার সময় সে হঠাৎ করে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, মথি ১:২৫ পদ নিয়ে তোমার মতামত কি?

হয়তো কেউ এই বিষয়গুলো নিয়ে পড়াশোনা না করলে হুট করে ধরতে পারবে না, তবে আমি যেহেতু অনেকদিন ধরেই বাইবেল নিয়ে পড়াশোনা করছি, তাই আমি সাথে সাথেই তার প্রশ্নটি ধরতে পেরেছিলাম এবং বললাম, তুমি আমাকে এমন এক সময়ে প্রশ্নটি করেছ, যখন আমার পাশে ল্যাপটপটি নেই। তারপরেও আমি তোমাকে খাওয়া শেষে কিছু ভার্সে সরাসরি দেখাবো, শুধু এখন তোমাকে আমি কিছু বাইবেলের ঘটনা বলব এবং তুমি তা নিয়ে ভাববে। আশা করি, এতে তুমি তোমার উত্তর পেয়েও যেতে পারো।

এরপর আমি তাকে বললাম, তুমি তো জানো যে জেরুসালেমের মন্দিরে ১২ বছর বয়সে যিশু হারিয়ে গিয়েছিলেন *(লুক ২:৪৬)* এবং তাঁকে তিনদিন অনেক খোঁজাখুঁজির পর কুমারী মারীয়া ও সাধু যোসেফ তাকে মন্দিরের মধ্যেই সেখানকার আরও পণ্ডিতদের সাথে নানা ধর্মীয় তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আলাপ করতে দেখেছিলেন, তাই না?

সে মাথা নাড়াল।

আমি বললাম, এই ঘটনায় আসলে অনেকগুলো আলোচনার জন্ম দেয় ও আমাদেরকে আরও গভীরভাবে ভাবতে বাধ্যও করে। এক, তখন কি কুমারী মারীয়া ও সাধু যোসেফের সাথে উনাদের অন্য কোন সন্তান থাকার কথা উল্লেখ আছে? নাই। তোমাকে মনে রাখতে হবে, কুমারী মারীয়া এমন না যে, উনার আর সন্তান নেয়ার ক্ষমতা নেই কিন্তু তারপরেও যিশুর ১২ বছর হয়ে যাবার পরেও কুমারী মারীয়া ও সাধু যোসেফ আর কোন সন্তান নেননি।

দুই, তুমি যদি বাইবেলে বর্ণিত এই ঘটনাটির কথা খেয়াল কর, তুমি দেখবে সাধু যোসেফ যিশুর যেকোন ব্যাপারে ততটা ভোকাল ছিলেন না, যতটা ছিলেন কুমারী মারীয়া! কারণ কি? এক, উনি এমনিতেই চুপচাপ মানুষ ছিলেন, দুই, স্বর্গদূত গাব্রিয়েলের সাক্ষাতের পর উনি বুঝে গিয়েছিলেন, এই যে সন্তান - তিনি অন্য সাধারণ কোন শিশুর মতো নয়, আবার ইহুদী সমাজে পূর্বের অন্যকোন প্রবক্তাদের মতোও নয়। আর তাই তিনি বরং কুমারী মারীয়া ও শিশু যিশুকে সেবাযত্ন ও লালন-পালনের দায়িত্বতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। যেই গর্ভে ঈশ্বরের জন্ম, সেই নারীকে স্পর্শ করা কোন পুরুষের কাছে কি স্বাভাবিক? *(এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে আমার লেখা 'কুমারী মারীয়া: নতুন সিন্দুকের পবিত্র বাহক' প্রবন্ধটি পড়তে হবে)*।

তবে কোন নারীকে এমন মর্যাদা দেয়া বা ১২ বছরের শিশু হারিয়ে যাবার পর সাধু যোসেফের কোন রিয়েকশন বাইবেলে উল্লেখ না করাটা ঐ সময়ের ইহুদী সমাজে নারীদের অবস্থানের বিরুদ্ধকেই নির্দেশ করে। কারণ, ঐ সময়ে সমাজে নারীদের কথার তেমন কোন মূল্য ছিল না কিংবা তাদের কোন সাক্ষ্যদানেরও ভিত্তি ছিল না। কিন্তু এতো সব কিছুর মাঝেও প্রায় বাইবেলের প্রত্যেকজন লেখক সাধু যোসেফের উপস্থিতি বা উনার কোন কথা উল্লেখ না করে বরং কুমারী মারীয়ার সাথে যিশুর নানা ঘটনার কথাই তুলে ধরেছেন। আর এই সকল নীরব সাক্ষ্যকে আমরা তো এড়িয়ে যেতে পারি না!

এবার আসি ক্রুশের উপর থেকে কুমারী মারীয়াকে যিশুর প্রিয় শিষ্যের হাতে তুলে দেয়ার বিষয়টি *(যোহন ১৯: ২৬-২৭)*। যিশুর যদি অন্য কোন রক্তের ভাই কিংবা বোন থাকতোই *(মথি ১৩: ৫৫-৫৬, মার্ক ৬:৩)*, তাহলে যিশু কেন কুমারী মারীয়াকে, উনার মাকে উনার ভাইদের হাতে তুলে দিলেন না? যিশু তো গত তিনটি বছরে কুমারী মারীয়ার কাছে ছিলেন না। যদি উনার আরও সন্তানের কাছেই থাকতেন, তাহলে তো ঠিক ক্রুশের মৃত্যুর আগে আগে আরেকজন প্রিয় শিষ্যের হাতে উনাকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিয়ে যেতেন না, তাই না?

আমার জার্মান বন্ধু খেতে খেতে মাথা নাড়াল।

আমি বললাম, তুমি আমাকে মথি ১:২৫ পদ নির্দেশ করে যেই শব্দটি নিয়ে যাচাই করতে চাচ্ছ, তারও বড় ব্যাখ্যা আছে এবং আমি আমার খাওয়া শেষ হলে তোমার কাছে ১০ মিনিটের মতো সময় চাইব এবং এতেই তোমাকে এই ব্যাপারে সবকিছু খুলে বলতে পারবো।

এটি বলার পর সে আর কোন প্রশ্ন করল না। আমরা আমাদের খাবার শেষ করে আসার পর আমি আমার ল্যাপটপ বের করে তাকে মথি ১:২৫ বের করতে বললাম এবং সে পড়তে শুরু করল, "পরে তাঁর স্ত্রী একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম দিলেন; অথচ স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কোন দৈহিক সম্পর্কই হয়নি। তিনি শিশুটির নাম রাখলেন যিশু।" এখানে বলে রাখি, ইংরেজি বাইবেল পড়লে আমরা এখানে 'till' শব্দটি পাবো, যা নিয়েই এতো বিতর্ক (And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS - Matthew 1:25 (KJV))। যিশুর মা যে কুমারী নন কিংবা উনার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত উনি কুমারী ছিলেন না, তা বুঝানোর জন্যই প্রোটেস্টানরা এই ভার্সের 'till' শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। তবে আমি এই ব্যাপারে আগে থেকেই জেনেছি বিধায় আমি তাকে উত্তর দেয়া শুরু করলাম।

আমি তাকে বললাম, আমি যদি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাই, তাহলে আমাকে আবার যেই ভাষাতে মথি, মার্ক, লুক, ও যোহন লেখা হয়েছিল, সেই 'গ্রীক' ভাষাতে যেতে হবে এবং বুঝতে হবে, ঠিক কোন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এরপর আমি তাকে আমার ল্যাপটপ থেকে খুঁজে বের করে বললাম, ইংরেজিতে "Until" শব্দটি বুঝাতে সাধু মথি (ἕως, heōs) ব্যবহার করেছেন, যা সব সময়ই আক্ষরিক অর্থে আমরা যেভাবে আজ 'এই পর্যন্ত' বুঝি, তা বুঝায় না বরং ঠিক এই বাইবেলের বিভিন্ন ঘটনা ও ঈশ্বরের বলা নানা উক্তি থেকেই আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, "Until" (ἕως, heōs) শব্দ ব্যবহার করার পরেও উনার কাজ চলমান ছিল।

আমার কথার প্রমাণ হিসেবে আমি তাকে সামসঙ্গীত ১১০: ১ বের করতে বললাম এবং এবার আমি নিজেই পড়ে শুনালাম,

"ভগবান তো আমার প্রভুকে বলেছেন:

"এসো আমার ডান পাশেই বসো তুমি,

তোমার শত্রুদের যতক্ষণ না করে রাখি আমি তোমার পাদপীঠ!"

আমি এবার তাকে বললাম, এই যে তুমি দেখতে পাচ্ছো তৃতীয় লাইনে 'যতক্ষণ না' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, এখানেও কিন্তু "Until" (ἕως, heōs)-ই ব্যবহৃত হয়েছে। এখন তোমার কাছে আমার প্রশ্ন, যেদিন ভগবান 'প্রভুর' পাদপীঠে তাঁর শত্রুদেরকে রাখবেন, সেদিনের পর থেকে আর তিনি ভগবানের ডান পাশে বসবেন না?

এই সময়ে আমি আমার বন্ধুকে দেখলাম সামসঙ্গীত ১১০:১ টি আবার ভালো করে পড়ছে।

আমি তখন তাকে বললাম, তোমাকে তো আমি ইতিমধ্যে যিশু যে ঈশ্বরের ডান পাশে বসবে, তা আলোচনা করে প্রমাণ করেছি *(যোহন ১৭:৫, মার্ক ১৬:১৯, হিব্রু ১:৩, ফিলিপীয় ২:৯-১১)* এবং এখানে যিশুরও জন্মের শতশত বছর আগেই পুরাতন বাইবেলে পিতা ঈশ্বরের (ভগবান) ডান পাশে যিশুর (প্রভু) অবস্থানের কথাটি উল্লেখিত আছে। তাহলে এখানে 'যতক্ষণ না' বলে কি বুঝিয়েছেন?

আমার বন্ধু বলল, আমাকে এটা নিয়ে আরও পড়াশোনা করতে হবে।

আমি বললাম, "তাহলে আমি তোমাকে এমন আরও কিছু ভার্সের/পদের খোঁজ দিচ্ছি, যেন সেগুলো নিয়েও পড়াশোনা করতে পারো।" এরপর আমি তাকে বাইবেলের বেশকিছু পদ খুলে দেখালাম এবং সেগুলোর কিছু আপনাদের জন্যও নিচে দিয়ে দিলাম।

১। আদিপুস্তক ৮:৭ → "আর সে (নোয়াহ) এক কাক পাঠাল, তা শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত উড়ে বেড়ালো।"

- এখানে "পর্যন্ত" শব্দটি বোঝায় না যে কাক আর কখনো উড়েনি, বরং এটি কেবল নির্দিষ্ট ঘটনার (পানি শুকিয়ে যাওয়া) ওপর জোর দিচ্ছে।

২। আদিপুস্তক ২৮:১৫ → "আমি তোমার সঙ্গে থাকবো এবং যেখানে তুমি যাবে সেখানে তোমাকে রক্ষা করবো, এবং আমি তোমাকে এই দেশে ফিরিয়ে আনবো; কারণ আমি তোমার সাথে থাকবো যতক্ষণ না আমি যা বলেছি তা পূর্ণ করি।"

- এখানে ঈশ্বরের উপস্থিতি শুধুমাত্র কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং ঈশ্বর সবসময়ই উপস্থিত থাকবেন।

৩। আদিপুস্তক ৪৯:১০ → "শাসকের রাজদণ্ড যিহূদার কাছ থেকে দূর হবে না, যতক্ষণ না (ἕως) শীলো আসে।"

- এখানে বলা হয়নি যে শীলো আসার পর যিহূদার রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে।

৪। দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪:৬ → "আর তিনি মোশিকে বেথপেওরের কাছে সমাধিস্থ করলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ তাঁর কবরের স্থান জানে না।"

- এখানে "আজ পর্যন্ত" মানে এই নয় যে পরবর্তীতে কেউ তা জানতে পারবে।

৫। তোবিত ৬:৬ → "যতক্ষণ না (ἕως) তুমি তাদের হৃদয়ের অংশ পুড়িয়ে দাও, ততক্ষণ শয়তান তোমার উপর আক্রমণ করবে।"

- এর মানে এই নয় যে পরে শয়তান আর আক্রমণ করবে না, বরং এটা বিশেষ ঘটনাকে বোঝাচ্ছে।

৬। ১ মাকাবীয় ৫:৫৪ → "তারা আনন্দের সঙ্গে সিয়োন পর্বতে উঠল, যতক্ষণ না (ἕως) ঈশ্বর তাদের শান্তিতে ফিরিয়ে দিলেন।"

- এর মানে এই নয় যে তারা পরে কখনও শান্তিতে থাকবে না।

৭। প্রজ্ঞা ১০:১৪ → "সে (যোসেফ) কারাগারে থাকলো, যতক্ষণ না (ἕως) রাজা তাকে মুক্ত করলেন।"

- এর মানে এই নয় যে মুক্তির পর সে আবার বন্দী হয়েছিল।

৮। মথি ১২:২০ → "তিনি ন্যায়বিচারকে বিজয়ী না করা পর্যন্ত (ἕως) ভাঙা সরকাণ্ড ভাঙবেন না।"

- এর মানে এটি নয় যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পর তিনি সরকাণ্ড ভাঙবেন।

৯। মথি ২৮:২০ → "আমি যুগের শেষ পর্যন্ত (ἕως) তোমাদের সাথে আছি।"

- এর মানে এই নয় যে পরে যিশু আমাদের সঙ্গে থাকবেন না।

১০। শিষ্যচরিত ২:৩৪-৩৫ → "এই শিশু (যিশু) অনেকের পতন ও উত্থানের জন্য নিযুক্ত, যতক্ষণ না (ἕως) তোমার প্রাণ ভেদ করবে।"

- এটি বোঝায় না যে পরে এই সত্য পরিবর্তিত হবে।

১১। ১ করিন্থীয় ৪:৫ → "প্রভু না আসা পর্যন্ত (ἕως) কিছুই বিচার করো না।"

- এর মানে এটি নয় যে প্রভুর আসার পর অন্য কোনো বিচার সম্ভব নয়।

১২। প্রত্যাদেশ ২০:৫ → "মৃতরা জীবিত হল না, যতক্ষণ না (ἕως) এক হাজার বছর পূর্ণ হল।"

- এর মানে এটি নয় যে পরে আর কেউ জীবিত হবে না।

ঘ - কাথলিক খ্রিস্টানরা কি কুমারী মারীয়া ও সাধুদের ঈশ্বরের সমান করে দিয়েছে?

এগুলো পড়ার পর আমার বন্ধু বলল, আমি যদিও এই যুক্তিগুলো কখনো শুনিনি, তবে মানলাম তোমার কথা ঠিক, তাহলে কি আমরা বলতে পারি ঈশ্বরের ন্যায় কুমারী মারীয়া কিংবা অন্যান্য সাধু-সাধ্বীগণ 'ঙসহরংপরবহঃ' সর্বজ্ঞ (যিনি সব কিছু জানেন), ও 'ঙসহরঢ়ৎবংবহঃ' সর্বব্যাপী (যিনি সর্বত্র উপস্থিত)'?

আমি তাকে বললাম, তুমি কি চাও আমি এরও উত্তর বাইবেল থেকেই দেই?

সে বলল, অবশ্যই!

আমি বললাম, তাহলে তুমি লুক লিখিত মঙ্গলসমাচারের ১৫ অধ্যায়ের ৭ ও ১০ পদটি একটু পড়।

সে পড়তে শুরু করল, "আমি আপনাদের বলছি: তেমনি ভাবেই, যাদের মন ফেরানোর প্রয়োজন নেই, এমন নিরানব্বইজন ধার্মিককে নিয়ে স্বর্গে যত আনন্দ হয়, তার চেয়েও কিন্তু বেশি আনন্দ হয় যখন একজন পাপী মন ফেরায়।"

আমি তাকে থামিয়ে বললাম, স্বর্গে বিদ্যমান স্বর্গদূতেরা (লুক ১৫:৭) কীভাবে জানেন এই ধরাতে কোন পাপী কখন পাপের পথ থেকে মন ফেরালো? আনন্দ হওয়ার বিষয় তো অনেক পরেই! তাহলে তারাও কি ঈশ্বরের মতো ঙসহরংপরবহঃ ও ঙসহরঢ়ৎবংবহঃ?

সে এর উত্তর দিল না কারণ এর কোন উত্তর নেইও।

আমি তাকে বললাম, এবার তুমি ২ পদ বাদ দিয়ে লুক ১৫: ১০ পড়। সেও পড়তে শুরু করল, "আমি আপনাদের বলছি: তেমনি ভাবেই, একজন পাপী মন ফেরালে তাকে নিয়ে দেবদূতদের মধ্যেও আনন্দের সাড়া পড়ে যায়!"

আমি তাকে বললাম, তার মানে যিশু এখানে শুধুই কথার কথা বলছেন না, বরং উনি খুব গুরুত্ব দিয়েই এই সত্য আমাদের সামনে উপস্থাপন করছেন যে, স্বর্গদূতেরা আসলেই আমাদের মন পরিবর্তনের জন্য খুবই আনন্দিত হয়।

তখন আমার বন্ধু বলল, হয়তো ঈশ্বর

বাকি অংশ ১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন...

ভাঙ্গা মানেই ধ্বংস বা শেষ না

ফাদার জেভিয়ার পিউরীফিকেশন

ভাঙ্গা অর্থ কি : সাধারণত, ভাঙ্গা মানে একটা জিনিস খণ্ড খণ্ড হওয়া বা চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া। অনেক সময় মানুষ ইচ্ছা ক'রে তা ভাঙ্গে নতুন সৃষ্টির লক্ষ্যে। আবার অনেক সময় অনিচ্ছায় তা ভাঙ্গে যা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন- ঝড়-তুফান, ভূমিকম্প, বন্যায় বাড়ি-ঘর, গাছপালা, রাস্তা-ঘাট ভেঙ্গে লন্ডভন্ড ক'রে ফেলে।

ভাঙ্গার সুফল : অনেক সময় দেখা যায়, না ভেঙ্গে সুফল আশা করা যায় না। ভাঙ্গার ফলে আমাদের অনেক উপকার হয়। যেমন- মেঘ ভেঙ্গে বৃষ্টি হয়। যার ফলে এই পৃথিবী সুজলা-সুফলা হয়ে ওঠে আর আমাদের খাদ্য শস্য ফলায়। কৃষক মাটি ভেঙ্গে বীজ বুনে আর ফসল উৎপাদন করে। বীজ ভেঙ্গে চারাগাছ বের হয়। যদি বীজ ভেঙ্গে চারাগাছ না বের হত তাহলে পৃথিবীটা একটা মরুভূমি হয়ে যেতো। পৃথিবীটা একটা গাছপালাহীন চাঁদের মাটির মত হয়ে যেতো। কোন ফসল বা খাদ্যই আমরা পেতাম না। তখন আমাদের বেঁচে থাকাটাই খুব কঠিন বা অসম্ভব হয়ে যেত। আবার ডিম ভেঙ্গে যদি বাচ্চা বের না হতো তাহলে অনেক পশু-পক্ষীই হারিয়ে যেত এবং পৃথিবীর জীব বৈচিত্র নষ্ট হয়ে যেত। তখন মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারত না।

আবার ভয় ভেঙ্গে কোন কাজ করলে জীবনে সফলতা আসে। ভয়-ভীতি ভেঙ্গে কাজে এগিয়ে গেলে জীবন সার্থক হয়ে ওঠে এবং জয়ের মুখ দেখা যায়। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে ভয়কে যেমন ভেঙ্গে ফেলতে হয় তেমনি সকল লজ্জাকেও ভেঙ্গে দূরে ঠেলে দিতে হয়। তা না হলে, "পাছে লোকে কিছু বলে" এই চিন্তায় কোন কাজই মানুষ সফলভাবে করতে পারত না। আমরা সবাই চাই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে। তাই কবির ভাষায় বলতে হয়, "লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, এই তিন থাকতে নয়।" তাই, এই তিনটাকে ভেঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়, তবেই জীবন সুন্দর হয় এবং জীবনে সফলতা আসে।

আবার ইট, পাথর ভেঙ্গে খোয়া তৈরি ক'রে সিমেন্ট, বালি মিশিয়ে বড় বড় বিল্ডিংয়ের ভিত্তি ও পিলার তৈরি করা হয়। তাহলে দেখা যায়, ভাঙ্গার উপকার অনেক বেশী। বরফ ভেঙ্গে বড় বড় জাহাজ সামনের দিকে এগিয়ে যায়। যদি বরফ না ভাঙ্গতো তাহলে জাহাজ এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে পারত না। ফলে ব্যবসা বাণিজ্য করা যেত না। কাঁঠাল না ভেঙ্গে আমরা খেতে পারিনা। কাঁঠাল খেতে হলে তা ভাঙ্গতেই হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভাঙ্গার গুরুত্ব অনেক বেশী। না ভাঙ্গলে আমাদের জীবন স্থবির হয়ে যাবে। আবার ভাঙ্গা মানে হল, রূপ পরিবর্তন মাত্র। মানুষ বৈচিত্রের পূজারী। তাই মানুষ সবসময় একই রকম দেখতে পছন্দ করে না বা দেখতে চায়ও না। তাই আমরা বলতে পারি, বৈচিত্র মানুষের মানসিক খাদ্য যোগায়।

ভাঙ্গার কুফল : মানুষের জীবনে চোখে দেখা এবং না দেখা, অনেক কিছুই ভেঙ্গে যায় যা জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট ডেকে আনে। মন যদি ভেঙ্গে যায় তবে জীবন নষ্ট হয়ে যায়। এই মন কাঁচ নয় তবু ভেঙ্গে যায়। মন ভেঙ্গে যাওয়া মানে কাঁচ ভেঙ্গে যাওয়ার মত। কাঁচের যে পাশেই আঘাত করি না কেন ফাটল দু'পাশেই ধরবে। অর্থাৎ, বিশ্বাস ও ভালোবাসা দু'ই ভাঙ্গবে। কাঁচ যেমন আর আগের মত জোড়া দেয়া যায় না, তেমনি মন একবার ভেঙ্গে গেলে তা আর আগের মত জোড়া লাগানো যায় না। ভালোবাসা আর বিশ্বাস একটি কাঁচের দু'টি পাশ মাত্র।

এই চোখ পুকুর নয় তবু জলে ভরে যায়। দেখা যায় চোখের বাঁধ ভেঙ্গে অঝোরে জল পরতে থাকে। হৃদয় যখন দুঃখের ভার আর সইতে পারে না, তখনই তো চোখ হতে বাঁধ ভাঙ্গার মত জল বের হয়ে আসে।

শপথ ভেঙ্গে মানুষ নিজ স্বার্থ সিদ্ধি ক'রে নেয়। তারা দেশের কথা চিন্তা না ক'রে শুধু নিজের কথাই ভাবে এবং দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এইরকম লোকদেরকে আমরা "রাজাকার" বলি। তারা হলো দেশের শত্রু।

রাতে সুন্দর চাঁদ উঠলে, দিনে সুন্দর সূর্য উঠলে আর জীবনে সুন্দর একজন ভাল বন্ধু থাকলে, আর সেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক যদি ভেঙ্গে যায় তখন জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। তখন সুস্থভাবে বেঁচে থাকা আর যায় না।

বাঁধ ভেঙ্গে বন্যায় সব ফসল নষ্ট করে দেয়, বাড়ি-ঘর ডুবিয়ে ফেলে, অনেক লোক মারা যায়, সব ফসল ডুবে মরে যায়। এতে দেশের খাদ্যের অভাবে বহু লোকও মারা যায়। ঘূর্ণিঝড়ে বহু বাড়ি-ঘর, গাছপালা ভেঙ্গে ধ্বংস হয়ে যায় এবং বহু মানুষ মারা যায়।

কারো পা যদি ভেঙ্গে যায়, তাহলে সে বুঝে জীবনটা কত দুর্বিষহ, যাতনাময় এবং স্থবির। দাঁত ভেঙ্গে গেলে দাঁতের মর্ম বোঝা যায়। তখন মুখের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায় আর ঠিকমত খাওয়াও যায় না।

আবার ডাকাত দল দরজা ভেঙ্গে ডাকাতি করে এবং মানুষও খুন করে। এই দরজা ভাঙ্গার কারণে একটা পরিবার নিঃস্ব হয়ে যায়।

আবার স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার অভাবে সুখের সংসার ভেঙ্গে যায়। পরকীয়ার কারণেও অনেক সাজানো সংসার ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়।

রানা প্লাজা ভেঙ্গে পড়ে হাজার হাজার লোক মারা গেছে। বহুতল একটি ভবন ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। কোটি কোটি টাকা মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। দেশের কত বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেল। তাহলে দেখা যাচ্ছে ভাঙ্গার কুফলও অনেক বেশী।

এখন অবশেষে বলা যায় যে, ভাঙ্গার যেমন সুফল অনেক বেশী তেমনি কুফলও অনেক বেশী। একটা আরেকটার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভাঙ্গা এবং না-ভাঙ্গা দু'টাই আমাদের জীবনে একান্ত অপরিহার্য।

১২ পৃষ্ঠার বাকি অংশ

তাঁদেরকে সেই শক্তি দিয়েছেন, তাই তারা এটি জানতে পারে।

আমি ঠিক তখনই বললাম, তাহলে মা মারীয়া কিংবা অন্যান্য সাধু-সাধ্বীদের সেই শক্তি দিতে বাঁধা কোথায়?

সে এটির কোন উত্তর দিল না।

এবার আমি বললাম, ডযধঃ ধনড়ঃ একটি ধনী ব্যক্তি, লাজার ও প্রবক্তা আব্রাহামের ঘটনাটি, যেখানে (লুক ১৭: ৩১) আব্রাহাম বলছেন, "তারা যদি মোশী ও প্রবক্তাদের কথা মেনে না চলে, তাহলে মৃতদের মধ্য থেকে কেউ পুনরুত্থান করলেও তারা তো বিশ্বাস করবে না!" - এখানে আব্রাহাম কীভাবে মোশীর কথা জানলো? মোশীর জন্মেরও শত শত বছর আগেই প্রবক্তা আব্রাহামের মৃত্যু ঘটেছিল!

আমার বন্ধু বলল, কিন্তু এটা তো শুধু মাত্র একটি উপমা কাহিনী ছিল, সত্য ঘটনা না!

আমি বললাম, ঘটনাটি সত্য না, তবে এখান থেকে পাওয়া শিক্ষাটা কিন্তু সত্য, বাস্তবতাগুলো সত্য! তাই নয় কি?

সে উত্তরে বলল, হতে পারে।

আমি বললাম, তুমি কিন্তু একইভাবে মথি ১৮:১০ পদে গেলে একই ভাবে দেখবে যিশু বলছেন যে, ঈশ্বর প্রতিটি শিশু দেখাশোনা করার জন্য স্বর্গের দূতদের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং প্রশ্ন দাঁড়ায়, কীভাবে কোন একটি দূত জানেন যে, পৃথিবীতে কোন শিশুর কখন কি ঘটছে! এই একই ভাবে আমরা প্রত্যাদেশ গ্রন্থের ১৯:১-২; ৫:৮-১০; ৫:১১-১২; ৮:২-৫; ও ৬:৯-১১ পদে একইভাবে স্বর্গদূতদের কিংবা স্বর্গে অবস্থানরত সাধু সাধ্বীদেরকে পৃথিবীতে ঘটা নানা বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুনা গেছে এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করতেও দেখা গেছে! আর এগুলোই প্রমাণ করে যে, পৃথিবীতে কি ঘটছে তা জানার জন্য ঈশ্বরের ন্যায় ঙসহরংপরবহঃ ও ঙসহরঢ়ৎবংবহঃ হতে হয় না বরং ঈশ্বরই তাঁদেরকে সেই শক্তি দিয়ে থাকেন, যেমনটা যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে দিয়ে গিয়েছিলেন (যোহন ২০:২২-২৩, মথি ১০:১, লুক ৯:১-২, মথি ১৬:১৯, মথি ১৮:১৮, লুক ২২:২৯-৩০)।

এটি বলার পর আমার বন্ধু মিষ্টি হেসে বলল, পবিত্র আত্মা তোমার উপর খুব ভালো করেই কাজ করছে দেখছি!

আমি বললাম, শুধু মাত্র কাউকে হারানোর জন্য না পড়ে তুমিও যদি ঈশ্বরের মঙ্গলবাণী সত্যিকার মন নিয়ে পড়, তাহলে দেখবে পবিত্র আত্মা তোমার উপরেও কাজ করবে। কিছু অশিক্ষিত, দুর্বল চিত্তের ব্যক্তিদেরকে যিশুখ্রিস্ট যদি উনার শিষ্য বানাতে পারে এবং স্বর্গের চাবিকাঠি তাঁদের হাতে দিয়ে যেতে পারে, উন্মুক্ত করতে পারে ঈশ্বর ইচ্ছা, তাহলে আমরা তো খুবই সৌভাগ্যবান, কারণ আমাদের চারপাশে উনার বাণী প্রচারে, উনাকে জানার জন্য কত শত সুযোগ রয়েছে, তাই না?

সে শেষ বারের মতো সেইদিন আবারো মাথা নেড়েই আমার উত্তর দিল। (সমাপ্ত)।

গল্প

তুমি এলে তাই

মালা রিবেরু

"এই কি গো শেষদান বিরহ দিয়ে গেলে" অমিতের কণ্ঠে গান শুনে মেঘলা প্রেমে পড়ে গিয়েছিলো। অমিতও মেঘলার উপস্থাপনায় মুগ্ধ হয়ে চুপেচুপে মেঘলার কাছে আসার চেষ্টা করতে থাকে। সাতদিনের অনুষ্ঠানে চার চোখের চুপিসারে মিলন, একসময় মনের অজান্তে কখন যে ভালোবাসায় পরিণত হয়ে গেলো, দুইজনের কেউ বুঝতে পারেনি। অনুষ্ঠান শেষের দিন যত কাছে আসতে লাগলো, দুইজনেই বুঝতে পারলো যে, প্রেমের কঠিন বাঁধনে দুইজনে বাঁধা পড়েছে।

অনুষ্ঠান শেষে হোস্টেলে এসে মনের মধ্যে এক কঠিন অস্থিরতা সবসময় মেঘলার কাজ করতে থাকে, সবসময় শুধু অমিতের চেহারা চোখের সামনে ভাসতে থাকে। মেঘলার সকল অস্থিরতার সামাধান হয়, যখন ডাকপিয়ন দাদু রঙ্গীন খামটা তুলে দেয়। অমিতের চিঠিটা যে কতশতবার পড়ে মুখস্থ হয়ে যায়, যা একমাত্র মেঘলাই জানে। এইভাবে চিঠি আদানপ্রদানের মধ্যে দুইজনের সম্পর্ক খুব ভালোই চলতে থাকে।

এরমধ্যে অমিত এমবিএ কোর্স শেষ করে, মেঘলাও তার পড়াশুনা শেষ করে। দুই পরিবারের সবাই তাদের সম্পর্কটাও মেনে নিয়েছিলো এবং দুইজনও সাতপাকে বাঁধার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বর্ষাকালে মেঘলা অফিস থেকে একসপ্তাহের ছুটিতে বাড়ীতে আসে। অনেকদিন মেঘলাকে দেখে না, তাই অমিত মেঘলার বাঁধা না শুনে গ্রামে আসে। অমিত বারবার অনুরোধ করে বলে, প্লিজ মেঘলা আমাকে নিষেধ করো না, প্রমিজ করছি আজ দেখা করে বিয়ের আগে আর দেখা করব না।

এইবার বর্ষায় অনেক পানি তাই অনেকদিন পরে সবার সাথে নৌকায় ঘুরতে অমিতের খুব ভালো লাগছে, একজন হবু শ্যালককে বললো দাও তো বাঁশের লগিটা, আমি একটু নৌকা চালাই। মেঘলা বাড়ীতে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলো। অমিত খুব ভালোভাবেই নৌকা চালাচ্ছিলো, আর মেঘলাকে দেখছিলো। মেঘলাতে এত মুগ্ধ ছিলো যে উপরে বৈদ্যুতিক তার খেয়াল ছিলো না, ভেজা লগিটা তারের সাথে লাগার সাথে সাথে নৌকা থেকে অমিত পানিতে পড়ে গেলো। একমুহূর্তে সবশেষ, অমিত পানিতে পড়ে যাওয়ার পরে, অনেক খোঁজাখুজির পরে তার মৃত দেহটা পেলো।

আজ থেকে ২০ বৎসর আগে যে সুন্দর একটা স্বপ্নের শুরু হচ্ছিলো, তা একনিমিষে শেষ হয়ে গেলো। চোখের সামনে জীবনের সবচেয়ে প্রিয়জনের মৃত্যু যে কতো কষ্টের তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝে না ।

অমিত চলে যাওয়ার পরে পরিবারের সবাই অনেক চেষ্টা করেছিলো বিয়ে দিতে, কিন্তু মেঘলা তার সিদ্ধান্তে অনড়, যাকে মন দিয়েছি তার জায়গায় অন্য কাউকে দিতে পারবোনা। পরিবারের সবাই ফেল হয়ে গেছে, কেউ তার সিদ্ধান্ত পরির্বতন করতে পারে নাই।

অমিত চলে গেছে ২০ বৎসর আগে, কিন্তু মেঘলা প্রতিটি মুহূর্ত অমিতকে অনুভব করে, তাই অমিত এর জায়গায় কেউ আসতে পারে নাই। সে এখন একটা অনাথ আশ্রমে শিশুদের দেখাশুনা করে আর একাকী সময়ে সেই প্রথমদিনের প্রথম দেখার দৃশ্য, সুরেলা কণ্ঠের গানের স্মৃতি হাতড়াতে থাকে।

দক্ষ প্রজন্ম তৈরিতে স্মার্ট প্যারেন্টিং

ইসমা খাতুন

একটি ভবন নির্মাণ করতে যেমন মজবুত পিলার প্রয়োজন হয় তেমনি একটি প্রকৃত মানুষ, আদর্শ জাতি গঠন এবং দেশ বিনির্মাণের জন্য কিছু বিশেষ গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ প্রয়োজন। সুস্থ প্যারেন্টিং হলো সেই বিশেষ গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ গঠনের পূর্বশর্ত। প্যারেন্টিং হলো শিশুর জন্ম থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের পরিচর্যা। একটি শিশু শুধু একটি পরিবারেরই অংশ নয় বরং একটি সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই শিশু যখন পরিবারে বেড়ে ওঠে তখন তার মূল্যবোধ গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে প্যারেন্টিং। কথায় আছে 'আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।' পরিবার থেকে শিশু যে শিক্ষা, আদর্শ, রুচিবোধ নিয়ে বেড়ে ওঠে সেভাবেই গঠিত হয় তার মূল্যবোধ। শিশুর যদি সুস্থ মানসিক বিকাশ না ঘটে তাহলে একসময় তারা বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষে পরিণত হয়ে যায়। যার দ্বারা আমাদের ভবিষ্যৎ সুন্দর নয় বরং সুন্দর ভবিষ্যৎ ভেঙে গিয়ে এক অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই শিশুর প্যারেন্টিংয়ের ক্ষেত্রে তার নৈতিক মূল্যবোধের দিকে নজর রাখা অভিভাবকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

শিশুর প্যারেন্টিং তার ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে নয় বরং আগে থেকেই শুরু করা উচিত। শিশুর শারীরিক বিকাশের জন্য গর্ভধারণের আগে মায়ের শারীরিক সুস্থতার দিকে নজর দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে মানসিক সুস্থতার দিকেও নজর রাখতে হবে। মায়ের মানসিকতার ওপর শিশুর মানসিক সুস্থতা নির্ভর করে থাকে। মায়ের ইতিবাচক আবেগ শিশুর মধ্যে সুস্থতা আনে ঠিক একইভাবে নেতিবাচক আবেগ শিশুর মধ্যে অস্থিরতার সৃষ্টি করে। গর্ভাবস্থায় শিশুরা প্রায় ২০-২৭ সপ্তাহের মধ্যে শব্দ শুনতে পায়। তাই গর্ভাবস্থায় মায়ের ইতিবাচক মনোভাব ও কাজের মধ্যে থাকার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি মায়ের মানসিক সুস্থতার দিকে নজর দিয়ে সুস্থ পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া উচিত।

শিশুকে ছোট থেকেই সুস্থ ও কর্মঠ করে গড়ে তোলা উচিত। যার ফলে শিশু শারীরিকভাবে শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠতে পারে। সুষম খাদ্য তালিকা এবং শরীর চর্চা রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ফলে অল্পতেই শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, অভিভাবকদের অনেকেই সন্তানদের শারীরিক যত্ন নিলেও মানসিকভাবে যত্ন নেওয়ার বিষয় তেমন গুরুত্ব দেন না। সুস্থ মানসিক চর্চার অভাবেই দেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে কিশোর গ্যাং, মাদকাসক্ত, ধর্ষক, চোর এবং ছিনতাইকারীর সংখ্যা।

শিশুকে সহনশীল হওয়া ও ধৈর্যধারণ করতে শেখানো উচিত। ধৈর্যধারণ মানুষের জীবনের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে শেখায়। দুঃখ বা বিপদ প্রতিটি মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যারা বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করে মহান আল্লাহর ওপর

আস্থা রেখে বিপদ মোকাবিলায় অগ্রসর হয় তারাই জীবনে সফল হতে পারে। কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে জীবনের এই অবিচ্ছেদ্য অংশ মেনে নেওয়া তো দূরের কথা বরং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়লে তা সমাধান বা মোকাবিলার চেষ্টা না করে তারা এর জন্য অন্যকে দায়ী করে এর প্রতিশোধ পরায়ণতায় দিকে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যে কোনো বিষয়ে খুব সহজেই তারা হতাশ ও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। আবেগ নিয়ন্ত্রণে অক্ষম হয়ে পরে এবং তাদের মধ্যে রাগ, জেদ, অস্থিরতা বিরাজ করে। আর এই প্রক্রিয়া সচরাচর চলতে চলতে বর্তমান এটি খুবই স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধৈর্যধারণের অভাবে অনেক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে মানুষ ভুল করে ফেলে। তাই প্যারেন্টিংয়ের ক্ষেত্রে শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য এসব বিষয়ের দিকে নজর রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সন্তানকে অভাব শেখানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে প্রায় ৯০ শতাংশ শিশু পরিবারের কাছে কোনো জিনিস আবদার করার সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যায়, যা স্বাভাবিকভাবে একটি শিশুকে অভাব এবং কষ্ট থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। কোনো কিছু পাওয়ার জন্য যে পরিশ্রম, কষ্ট বা সাধনার প্রয়োজন হয়, হয়তো তারা এই সাধারণ জ্ঞান থেকেই বঞ্চিত হয়ে পড়ে। ফলে খুব সহজেই তারা মানুষের মধ্যে শ্রেণিবিভেদ তৈরি করতে পারে। তারা অন্যের কষ্টের প্রতি সংবেদনশীল হতে পারে না। ফলস্বরূপ খুব সহজে অকৃতজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে। এছাড়াও তারা অর্থের মূল্য বুঝতে পারে না এবং তাদের মধ্যে অপচয় প্রবণতা বেশি দেখা যায়, যা একটি পরিবার, সমাজ বা দেশের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

প্যারেন্টিংয়ের ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষা। ধর্মীয় নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের শিক্ষা শিশুদের জীবনে চলার পথে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারে। কিন্তু বর্তমান সমাজে বিষয়টির গুরুত্ব যেন ক্রমেই কমে আসছে। শিশুদের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রতিটি আচরণের দিকে খেয়াল রাখা উচিত। বিশেষ করে বর্তমান জেনারেশনে শিশুদের মধ্যে জিদের নজির বেশি লক্ষণীয়। তারা যেকোনো বিষয়ে গো ধরে বসে থাকলে, বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে এই বলে তাদের অভ্যাসটিকে গুরুত্ব দেয় না। এছাড়াও বড়দের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে, বাসায় মেহমান বা অপরিচিত মানুষ আসলে তাদের সালাম দেওয়া এবং তাদের সঙ্গে সুন্দর করে কথা বলা এ বিষয়গুলো দিন দিন লোপ পাচ্ছে। বর্তমানে শিশুর বিনোদনের মাধ্যম খেলাধুলা নয় বরং মোবাইল ফোন। মোবাইলে বিভিন্ন ধরনের টিকটক, রিলস এসব দেখা তাদের স্বাভাবিক অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই মোবাইলসহ বিভিন্ন আধুনিক ডিভাইসের পরিবর্তে তাদের খেলাধুলার দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এতে শিশু শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকবে।

আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা ও নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশে শিক্ষিত, সচেতন ও জ্ঞানবান সমাজ গঠন সময়ের দাবি। নতুন প্রজন্ম যেন তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন করতে পারে সেভাবে তাদের সঠিক দিকনির্দেশনায় গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি দেশে নতুন ধারা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে এবং একটি সুস্থ, দক্ষ, দায়িত্বশীল, সৎ ও নৈতিক গুণাবলিসম্পন্ন জাতি গড়ে তুলতে স্মার্ট প্যারেন্টিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে: ৭ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

মহাপ্রয়াণের ৫ম মৃত্যু বার্ষিকী

ভাই তুমি আছ ঐশ্বধামে মোদের ছেড়ে, পমরপিতার স্নেহাশ্রয়ে।

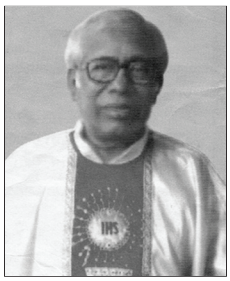

ফাদার পৌল ডি' রোজারিও (জয়গুরু)
জন্ম: ৩ নভেম্বর, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৩ জুলাই, ২০২০খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: প্রিয়বাগ, মারীয়াবাদ বোর্ণী মিশন,
জোনাইল, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

মৃত্যু তোমাকে আড়াল করেছে আমাদের সবার হৃদয় মন্দিরে, তোমার স্মৃতিগুলো নিয়ে আমরা বেঁচে আছি। তোমাকে জানাই আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। স্বর্গে ঈশ্বর যেন তোমাকে চিরশান্তি প্রদান করেন এই প্রার্থনা করি। পিতার গৃহে থেকে আমাদেরকে আশির্বাদ কর।
শুভেচ্ছান্তে ও প্রার্থনায় শেফালী মেরী মাগ্রেট রোজারিও।

বিজ্ঞ/১৪৪/২৫

১৭ পৃষ্ঠার বাকি অংশ

বাংলাদেশিদের গোল্ডেন ভিসা দেবে আমিরাত

সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) ভারতীয় এবং বাংলাদেশিদের জন্য নতুন ধরনের গোল্ডেন ভিসা চালু করতে যাচ্ছে। সাধারণত, গোল্ডেন ভিসা পেতে বড় বিনিয়োগের প্রয়োজন হলেও, এই বিশেষ মনোনয়ন-ভিত্তিক গোল্ডেন ভিসা পেতে খরচ হবে অনেক কম, সেইসঙ্গে এর সুবিধাও থাকছে বিশাল। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, আগামী তিন মাসের মধ্যে প্রায় ৫ হাজার ভারতীয় এই নতুন ভিসার জন্য আবেদন করতে প্রস্তুত। ভারত ও বাংলাদেশের জন্য এই নতুন ভিসা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার প্রক্রিয়া চলছে। নতুন গোল্ডেন ভিসার আবেদন প্রক্রিয়া এবং অনুমোদনের বিষয়ে রায়াদ কামাল আইয়ুব বলেন, 'যারা এই ভিসার জন্য আবেদন করবেন, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই করা হবে। এর আওতায় অর্থপাচার এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের রেকর্ড যাচাইও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আবেদনকারীর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমও পরীক্ষা করা হবে। রায়াদ কামাল আইয়ুব জানান, আবেদনগুলো ভারত ও বাংলাদেশের ওয়ান ভাস্কো সেন্টার (ভিসা কনসিয়ারজ সার্ভিস কোম্পানি), তাদের নিবন্ধিত অফিস, অনলাইন পোর্টাল, অথবা তাদের ডেডিকেটেড কল সেন্টারের মাধ্যমে জমা দেওয়া যাবে। রায়াদ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রায়াদ কামাল আইয়ুব জানান, যারা এই ভিসার জন্য মনোনীত হবেন, তারা তাদের পরিবারও আমিরাতে নিয়ে আসতে পারবেন এবং তাদের ভিসার ওপর ভিত্তি করে গৃহকর্মী ও গাড়িচালক রাখতে পারবেন। এ ছাড়া তারা আমিরাতে যেকোনো ব্যবসা বা পেশাদার কাজ করতে পারবেন।

তথ্যসূত্র: *https://dainikamadershomoy.com/details/0197e5326848*

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা

রেজা: ফা: চার্লস জে ইয়াং ভবন, ১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫,
ফোন: ৯১২৩৭৬৪, ৯১৩৯৯০১-২, ৫৮১৫২৬৪০, ৫৮১৫৩৩১৬ ফ্যাক্স: ৯১৪৩০৭৯
ই-মেইল: cccu.ltd@gmail.com, ওয়েব সাইট: www.cccul.com,
অনলাইন নিউজ: www.dhakacreditnews.com, অনলাইন টিভি: dctvbd.com

হিসাবের সত্যতা নিশ্চিতকরণের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা উপরোক্ত ক্রেডিট ইউনিয়নের সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যা, দেনাদার ও পাওনাদারগণের অবগতি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে জানানো যাচ্ছে যে উক্ত ক্রেডিট ইউনিয়নের ২০২৪-২০২৫ আর্থিক বছরের বিধিবদ্ধ বার্ষিক নিরীক্ষা (বকেয়াসহ যদি থাকে) আগামী ১৬/০৭/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে ক্রেডিট ইউনিয়নের নিবন্ধিত কার্যালয়ে শুরু করা হবে। সেমতে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের নামীয় নিজ নিজ হিসাবাদি ক্রেডিট ইউনিয়নে রক্ষিত হিসাবের সাথে (৩০/০৭/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের) নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ক্রেডিট ইউনিয়নের অফিসে মিলিয়ে নেয়ার জন্যে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, এই ব্যাপারে আলাদা কোনো ভেরিফিকেশন স্লিপ বা নিশ্চিতকরণপত্র ইস্যু করা হবে না এবং হিসাবাদি মিলিয়ে না নিলে ক্রেডিট ইউনিয়নের রক্ষিত হিসাবকে চূড়ান্ত বিবেচনা করে বিধিবদ্ধ বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হবে।

মো: শামসুর রহমান (দলনেতা)
নিরীক্ষক
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা।
ও ম্যানেজার-অডিট, অডিট বিভাগ, কাল্‌ব।

বিজ্ঞ/১৪৩/২৫

আলোচিত সংবাদ

মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরতে বললেন প্রধান উপদেষ্টা

মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মাধ্যমে পক্ষপাতহীনভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার ওপর জোর দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। সোমবার (৭ জুলাই) বিকেলে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন। বৈঠকে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বলেন, মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন স্থাপনা ও অবকাঠামো নির্মাণ করে মুক্তিযুদ্ধের বিভ্রান্তিকর ইতিহাস উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব অবকাঠামোতে রণাঙ্গনের কোনো বিস্তৃত বর্ণনা নেই। মুক্তিযোদ্ধাদের বর্ণনা নেই, কেবলমাত্র একটি পরিবারের ছবি-সরঞ্জাম দিয়ে অতিরঞ্জিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে থাকা সম্পত্তি কীভাবে সদ্ব্যবহার করা যায় এবং ট্রাস্টের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজে লাগানো যায় এ বিষয়টি নিরূপণের জন্য অতিদ্রুত একজন পরামর্শক নিয়োগ এবং পরবর্তী একটি কমিটি গঠনে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, কল্যাণ ট্রাস্টের কাজ কী কী হবে, তাদের আওতাধীন সম্পত্তিগুলোতে কী কী এন্টারপ্রাইজ হতে পারে এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। এই ট্রাস্টকে আবার জীবন্ত করতে হবে। তিনি আগামী দিনে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের সকল প্রকল্পের মধ্য দিয়ে যেন মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস উঠে আসে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের সকলকে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:*https://rtvonline.com/national/332421*

মোবাইল সিমের বিষয়ে বিটিআরসির নতুন সিদ্ধান্ত

একজন গ্রাহক সর্বোচ্চ ১০টি মোবাইল সিম ব্যবহার করতে পারবেন এমন নিয়ম চালু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। নতুন এই নির্দেশনা আগামী ১৫ আগস্ট ২০২৫ থেকে কার্যকর হবে। জানা গেছে, বর্তমানে যাদের নামে ১০টির বেশি সিম রয়েছে, তাদের অতিরিক্ত সিম ধাপে ধাপে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হবে। ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে বিটিআরসি মোবাইল অপারেটরসহ সংশ্লিষ্টদের এ সংক্রান্ত চূড়ান্ত নির্দেশনা পাঠাবে। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বিটিআরসির গত ৩০ জুনের নিয়মিত কমিশন বৈঠকে। কমিশনের হিসাবে দেখা গেছে, নতুন সীমা কার্যকর হলে প্রায় ২৬ লাখ গ্রাহকের নামে থাকা ৬৭ লাখ অতিরিক্ত সিম বন্ধ করতে হবে। বিটিআরসি মোবাইল অপারেটরদের একটি তালিকা দেবে, যাতে দেখা যাবে কার নামে কতটি সিম আছে। যাদের নামে ১০টির বেশি সিম রয়েছে, অপারেটররা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনে নেবে কোন ১০টি সিম সক্রিয় রাখা হবে। বেশি ব্যবহৃত সিম এবং যেসব নম্বর মোবাইল ব্যাংকিং সেবায় যুক্ত, সেগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

তথ্যসূত্র:*https://www.bd-pratidin.com/national/2025/07/08/1134245*

ইতিহাস গড়ে এশিয়ান কাপের মূল পর্বে বাংলাদেশ

বাহরাইন ও তুর্কমেনিস্তানের ম্যাচটি ড্র হওয়ায় 'সি' গ্রুপ থেকে মূল পর্বে যাওয়া নিশ্চিত হয়ে গেছে বাংলাদেশের, প্রথমবারের মতো এই টুর্নামেন্টে খেলার ইতিহাস গড়ল মেয়েরা। স্বাগতিক মিয়ানমারকে হারিয়ে নিজেদের কাজটুকু সেরে রেখেছিল বাংলাদেশ। দিনের অন্য ম্যাচে বাহরাইন ও তুর্কমেনিস্তান ড্র করায় বাকি হিসাবও মিলে গেল। ইতিহাস গড়ে প্রথমবারের মতো উইমেন'স এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলার টিকেট পেল বাংলাদেশ। ইয়াংগুনে বুধবার মিয়ানমারকে ২-১ গোলে হারায় বাংলাদেশ। দিনের অন্য ম্যাচে বাহরাইন ও তুর্কমেনিস্তান ২-২ ড্র করে। তাতে গ্রুপের টেবিলে টানা দুই জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা বাংলাদেশের মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত হয়। এ মুহূর্তে ৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে মিয়ানমার। বাহরাইন ও তুর্কমেনিস্তানের পয়েন্ট ১ করে; এই দুই দলের একটি করে ম্যাচ বাকি থাকায় কারো সামনে বাংলাদেশের বেশি পয়েন্ট পাওয়ার সুযোগ নেই।

তথ্যসূত্র: *https://bangla.bdnews24.com/sport/ad5f7c0aea48*

ম্যালেরিয়া থেকে নবজাতককে বাঁচাতে ঔষধের অনুমোদন

নবজাতকের ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় ব্যবহারযোগ্য ঔষধের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আফ্রিকার দেশগুলোতে এর প্রয়োগ শুরু হবে। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের জন্য ঔষধ এখনও বাজারে আছে। কিন্তু নবজাতকের জন্য বিশেষ করে যাদের ওজন সাড়ে চার কেজির কম তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো ঔষধ এতদিন ছিল না। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ম্যালেরিয়ার জন্য বড় শিশুদের ঔষধ নবজাতকের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। ওষুধ কোম্পানি নোভারটিসের নতুন একটি ঔষধকে সুইজারল্যান্ড কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দিয়েছে। কোম্পানিটি 'মুনাফার জন্য নয়' নীতির ভিত্তিতে এটি উৎপাদন করবে।বিবিসি এ তথ্য দিয়েছে। নোভারটিসের প্রধান নির্বাহী ভাস নারাসিমহান বলেন, 'ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিন দশকের বেশি সময় ধরে বিরামহীনভাবে কাজ করেছি আমরা। আমাদের অংশীদারদের সাথে নিয়ে নবজাতক ও অল্প বয়সী বাচ্চাদের জন্য প্রথমবারের মতো ক্লিনিক্যালী প্রমাণিত ঔষধ উদ্ভাবন করতে পেরে আমরা গর্বিত।'

তথ্যসূত্র:https://barta24.com/details/international/285226

ড. ইউনূসকে ট্রাম্পের চিঠি, বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক নির্ধারণ

বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক নির্ধারণ করল যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে দেওয়া চিঠিতে এমনটি জানান। সোমবার (৭ জুলাই) নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এ ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। এসময় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে এ তথ্য জানিয়ে লেখা একটি চিঠি ট্রুথ সোশ্যালে শেয়ার করেন ট্রাম্প। খবর রয়টার্স, আল-জাজিরার।

চিঠিতে ট্রাম্প লেখেন, 'প্রিয় ড. ইউনূস, আপনাদের কাছে এই চিঠি পাঠানো আমার জন্য একটি বড় সম্মানের বিষয়। আমাদের বাণিজ্য সম্পর্কের শক্তি ও প্রতিশ্রুতি এবং আপনার মহান দেশের সাথে উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে কাজ চালিয়ে যেতে সম্মত হয়েছে। তবে পরবর্তী বাণিজ্য কেবল আরও ভারসাম্যপূর্ণ এবং ন্যায্য, বাণিজ্যের সাথে হবে। অতএব, আমরা আপনাকে বিশ্বের এক নম্বর বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসাধারণ অর্থনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়ে বহু বছর ধরে আলোচনা হয়েছে এবং আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, বাংলাদেশের শুল্ক এবং অ-শুল্ক, নীতি ও বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতার কারণে সৃষ্ট এই দীর্ঘমেয়াদি এবং অত্যন্ত স্থায়ী বাণিজ্য ঘাটতি থেকে আমাদের অবশ্যই সরে আসতে হবে।'

তথ্যসূত্র:*https://barta24.com/details/international/285141*

বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন...

সাধুসাধ্বীগণের পরশমণি জীবনকথা

পরশমণি

সাধু কামিলুস দ্য লেলিস

কামিলুসের জন্ম ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে ইতালীতে। তিনি সৈনিকের পুত্র এবং নিজেও সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। অল্প বয়সে তিনি মাকে হারান। যুব বয়সটি তিনি একজন সৈনিক হিসাবে অতিবাহিত করেন।

তিনি ছিলেন তুখোড় জুয়াড়ী ও একজন মোহনীয় দক্ষ খেলোয়াড়। এছাড়া তিনি ভাড়াটে সৈনিকের জীবনও উপভোগ করেন।

লোকমুখে কথিত আছে যে, এই দৈত্যকায় যুবক কামিলুস, লম্বায় ছয় ফুট ছয় ইঞ্চি, দীর্ঘ দেহ ও বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। যৌবন কাল থেকেই তিনি খুবই কষ্ট সহিষ্ণু মানুষ ছিলেন। কামিলুস একজন সুদক্ষ বিদ্রোহী কিশোর ছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাঁর পিতার সাথে যুদ্ধে গিয়ে তুর্কিদের পরাজিত করে ভেনিস রক্ষা করবেন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে এই কিশোর বালক মাত্র সতের বছর বয়সের রণ কৌশল পরীক্ষায় জয়ী হন। তাঁর জীবনের শুরুতে তিনি খুব জেদী ও একগুঁয়ে যুবক ছিলেন। কামিলুস যুদ্ধ ক্ষেত্রে জীবনকে বাজী রেখেই, ভাড়াটে যোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রের দিনগুলো অতিবাহিত করেন। রাতে জুয়া খেলার সুযোগ পেয়ে নিজ মজুরি পর্যন্ত খরচ করে ফেলতেন।

কামিলুস মন পরিবর্তন করে কাপুচিন সম্প্রদায়ে প্রবেশ করতে চাইলেন। তিনি পর পর তিনবার প্রচেষ্টা চালালেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রতিবারই তাঁর আবেদন বাতিল হয়ে যায়। কারণ তাঁর পা বীভৎস ক্ষত-ঘায়ে পূর্ণ ছিল। এ সমস্ত রোগ তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন সংস্পর্শের ফল। এর সাথে তাঁর অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা তাঁর জীবনকে জ্বালাতন করে আসছিল।

মেডিকেল চিকিৎসার জন্য তিনি রোমে যান। এখানে সাধু ফিলিপ নেরী হয়ে উঠেন তাঁর পুরোহিত ও পাপস্বীকার শ্রোতা। কাপুচিন সম্প্রদায়ে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়ে তিনি ধৈর্য্য না হারিয়ে সরাসরি রোমের সাধু যাকোবের হাসপাতালে অসুস্থ রোগীদের জন্য সেবামূলক কাজ শুরু করেন। এই হাসপাতালে তাঁকে প্রশাসন কাজ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

কামিলুস তাঁর পাপস্বীকার শ্রোতা সাধু ফিলিপ নেরীর কাছ থেকে যাজক পদে অভিষিক্ত হওয়ার জন্যে অনুমতি পান। তাঁর একক প্রৈরিতিক প্রচেষ্টায় একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় গড়ে তুলেন। কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি যখন রোমের একটি হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছিলেন হাসপাতালের

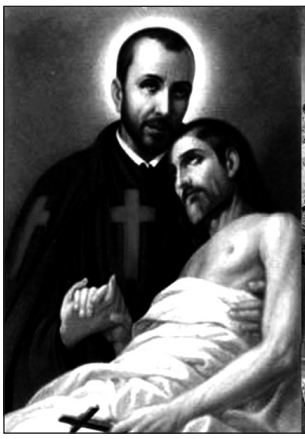

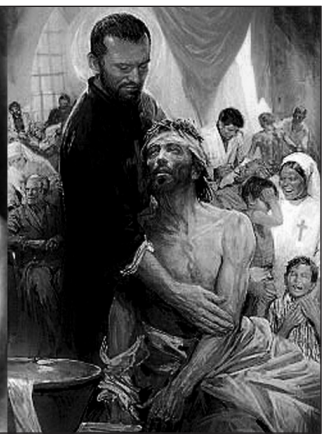

অপরিচ্ছন্নতা, সেবার অভাব এবং রোগ অনুযায়ী রোগীদের আলাদা ব্যবস্থা না দেখে তিনি মনে দুঃখ পান। তখনই হৃদয়ের গভীরে শুনতে পান যিশুর বাণী, "আমি যখন অসুস্থ ছিলাম তুমি আমার যত্ন নিয়েছিলে।" সেই থেকে আরো দ্বিগুণ শক্তি ও প্রেরণায় তিনি নানা হাসপাতালে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতে থাকেন। তিনি তাঁর আরো দু'জন সঙ্গীদের নিয়ে "রোগী-পরিসেবকদের সংস্থা" স্থাপন করেন। তাদের একমাত্র কাজ হলো মিশন-হাসপাতালের রোগীদের ও কারারুদ্ধ এবং গৃহে আবদ্ধ রোগীদের সেবা দান করা।

সংঘ প্রতিষ্ঠাতা ফাদার কামিলুস রোমের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে মহামারি আক্রান্ত ও পরিত্যক্ত রোগীদের অনুসন্ধান করতেন। রোগীদের সেবা যত্নে তিনি ও তাঁর সম্প্রদায়ের ফাদারগণ নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে দান করেন। তাঁরা কালো রঙ্গের ক্যাসাক পড়তেন এবং ক্যাসাকের সামনে লাল রং-এর ক্রুশ থাকত। তাঁরা যে অসুস্থদের সেবক লাল রঙ্গের ক্রুশ তাই প্রকাশ করতো। তাঁরা মানুষের ঘরে ঘরে রোগীদের অন্বেষণ করতেন।

রোগীদের মাঝে তিনি খ্রিস্টকে দেখতে পেতেন। তাই তিনি রোগীদের অনেক শ্রদ্ধা করতেন। ফাদার কামিলুস নিজে উচ্চ পদে থাকা সত্ত্বেও তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল সবার আগে মারাত্মকভাবে অসুস্থ রোগীদের যত্ন নেওয়া। তিনি দৃঢ়ভাবে বলতেন যে, দুর্দশাগ্রস্ত অসুস্থ রোগীদের মাঝে সত্যিকারের খ্রিস্টকেই দেখা যায়। তিনি সব ধরণের কাজ দেখাশুনা থেকে শুরু করে নিজের হাতও ব্যবহার করতেন। রোগীদের বিছানা নিজের হাতে প্রস্তুত করা থেকে শুরু করে তাদের পাপস্বীকার শোনা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কাজগুলো পর্যন্ত করে যেতেন। মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের ব্যাপারেও তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ফাদার কামিলুস তাঁর জীবদ্দশায় শুধু রোগীদের সেবাই করেন নি বরং তাদের কষ্টগুলো তাঁর নিজের কষ্টের সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন।

এই মহান সাধক সাধু কামিলুস তাঁর জীবনের শুরু থেকে রোগীদের প্রতি দাসোচিত সেবা দান করে ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন। পোপ ত্রয়োদশ লিও ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে সাধু শ্রেণীভুক্ত করেন এবং তাঁকে রোগীদের প্রতিপালক হিসাবে ঘোষণা করেন। পোপ একাদশ পিউস তাঁকে নার্সদের এবং যারা রোগীদের অন্যান্য সেবাকাজে আছেন তাদের প্রতিপালক হিসাবে ঘোষণা দেন। নিজে মাথা ও পেটের ব্যথা, পাথুরি ইত্যাদি নানা রোগে ভুগেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি হাসিমুখে অন্য রোগীদের সেবা করে যান। সাধু কামিলুস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, আমরা যেন আমাদের পার্থিব ভাবাবেগ একদিকে সরিয়ে রেখে, যাদের আমরা সেবা করে থাকি, তাদের মধ্যে যেন যিশুকে দেখতে পাই। তিনি মনে করতেন যে যখন কোন রোগীর সামনে গিয়ে হাজির হন তখন যেন মনে হয় তিনি যিশুর সামনে উপস্থিত হয়ে যিশুকেই সেবা দিচ্ছেন।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

শৈশবকাল থেকেই সেতুবন্ধন তৈরি করো

শিশুদের সাথে আলাপ কালে পুণ্যপিতা পোপ ১৪শ লিও

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

আমরা শিশু হলেও ছোটকাল থেকেই সেতুবন্ধন সৃষ্টি করতে এবং অপরকে সহায়তা করার বিশেষ সুযোগ খুঁজতে পারি- ভাতিকানে তাঁর সাথে দেখা করতে আসা শিশুদের প্রশ্নের উত্তরে পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে একথা বলেন। একইসাথে তাদেরকে খ্রিস্টযাগে যোগদান করে এবং যারা ভিন্নতর তাদেরকে গ্রহণ করে যিশুর সাথে বন্ধুত্ব গড়তে পারে এবং শান্তি স্থাপনে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। পোপ ৬ষ্ঠ হল রুমে ভাতিকানের গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী ৩০০জনেরও বেশি শিশু এবং তাদের সাথে কারিতাস ইতালির আতিথ্য পাওয়া আরো ৩০০জন ইউক্রেনীয় শিশুদের মাঝে পুণ্যপিতা পোপ ১৪শ লিও উপস্থিত হয়ে তাদের পরিদর্শন করেন।

ভিন্ন বয়সের তিনজন শিশু প্রতিনিধিদের করা প্রশ্নের উত্তরে পুণ্যপিতা শিশুদের সাথে অনানুষ্ঠানিক আলাপচারিতায় অংশ নেন। পুণ্যপিতার সাথে শিশুদের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানের একজন উদ্যোক্তা বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞাত করেন। সালেসিয়ান ফাদার ফ্রাঙ্কো ফন্তানা এ অনুষ্ঠানের সমন্বয়কের কাজ করেছেন এবং সাধু জন বস্কোর যুব কেন্দ্রগুলোর আদলে তা পরিচালিত হচ্ছে। এখন এমন এক সময় চলছে যখন অন্যদের সঙ্গে কথা বলা, যোগাযোগ করা, মত বিনিময় করা এমনকি খেলাধূলা করাও ক্রমশঃ কঠিন হয়ে ওঠেছে তখন শিশুরা কিভাবে পক্ষপাতদুষ্টতা বা পূর্বধারণাকে জয় করতে পারে সে সম্পর্কে সহায়তা দিতেই এই গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পে আলোচনা করা হয়।

শিশু হিসেবে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করো: জুলিয়া নামে একটি মেয়ে পুণ্যপিতাকে প্রথম যে প্রশ্নটি করেছিল তাহলো- শিশুকালে কি পুণ্যপিতা খ্রিস্টযাগে যেতেন? অবশ্যই! পুণ্যপিতা বলেন। সবসময়ই যেতাম, তবে প্রতি রবিবারে পিতামাতার সাথে যেতাম। শিকাগোতে তাঁর শিশুকালের স্মৃতিচারণ করে বলেন, ৬ বছর বয়স থেকেই আমি আমার ধর্মপল্লীতে বেদীর সেবক হতাম। স্কুলে যাবার আগে থেকেই সকাল ৬:৩০ মিনিটে আমরা খ্রিস্টযাগে যোগ দিতাম। মা সবসময় আমাদেরকে জাগিয়ে তুলে বলতেন, চলো, খ্রিস্টযাগে যাই। খ্রিস্টযাগে বেদীর সেবার কাজ করা সত্যিই খুব আনন্দের ছিল। ছোটবেলা থেকেই আমাকে শিখানো হয়েছিল যে, যিশু সবসময়ই আমার কাছে আছেন, তিনি আমার সর্বোত্তম বন্ধু। খ্রিস্টযাগ হলো সেই বন্ধু যিশুকে খুঁজে পাবার একটি উপায়। পুণ্যপিতা পুরাতন স্মৃতি স্মরণ করে বলতে থাকেন, আগে খ্রিস্টযাগ হতো ল্যাটিন ভাষায়। 'খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণের জন্য আমাদেরকে ল্যাটিন অবশ্যই শিখতে হতো, তবে পরে তা আমার জন্য হয়ে যায় ইংরেজি। যেহেতু আমি যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেই ও সেখানেই বেড়ে ওঠি। পুণ্যপিতা জোর দিয়ে বলেন, উদ্‌যাপনে ভাষাটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, কিন্তু খ্রিস্টযাগে অন্যান্য বেদীসেবকদের সাথে থাকাই ছিল আনন্দের, বন্ধুত্বের এবং মণ্ডলীতে যিশুর সান্নিধ্যে। আসলে খ্রিস্টযাগে সেবা করাটা সত্যিই সবসময় একটি সুন্দর অভিজ্ঞতা ছিল।

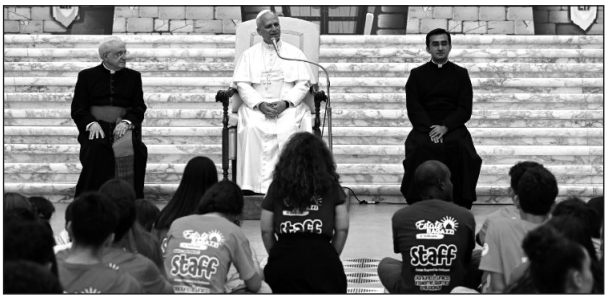

সেতুবন্ধন তৈরি করা: গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পের প্রতিপাদ্য বিষয়কে তুলে এনে দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে এদোয়ার্দো জিজ্ঞেস করে, কিভাবে শিশুরা তাদের থেকে ভিন্নতর মানুষকে গ্রহণ করতে পারে? এ সময় পোপ মহোদয় ইংরেজিতে ইউক্রেনীয় শিশুদের স্বাগত জানায়। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বিভিন্ন দেশ, ভাষা, অঞ্চল এবং ভিন্নধর্মী মানুষের সাথে মিলিত হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুণ্যপিতা শিশুদের উৎসাহ দিয়ে বলেন, পরস্পরের সাথে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা করতে, পরস্পরকে সম্মান করার শিক্ষা এবং বন্ধুত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করতে। সকল শিশুকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ইউক্রেন এমন একটি দেশ যা যুদ্ধের কারণে প্রচণ্ড কষ্টে রয়েছে। ভাষাগত পার্থক্যের কারণে যোগাযোগের চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, হ্যাঁ, একে অপরকে বোঝা কঠিন হতে পারে। কিন্তু তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, যখন ভিন্নতর কোনো ব্যক্তিকে জানার সুযোগ আসে, তখন পারস্পরিক সম্মান দান অত্যন্ত জরুরি। পার্থক্যের ওপর মনোযোগ দিও না। সাক্ষাতের সুযোগ খোঁজো, সেতুবন্ধন তৈরি করো, স্বীকার করো যে আমরা সবাই বন্ধু, ভাই-বোন হতে পারি।

শান্তির জন্য কাজ করা: শেষে, দামিয়ানো ইউক্রেনের সংঘাত বিষয়ে জানতে চান এবং প্রশ্ন করেন: শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তরুণরা কি করতে পারে? পুণ্যপিতা বলেন, আমরা সবাই ছোট বেলা থেকেই শান্তি ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলার শিক্ষা নিতে পারি। তিনি কিছু বাস্তব পরামর্শ দেন; যেমন, যুদ্ধ করো না, ঝগড়াতে জড়িয়ো না, কখনো ঘৃণা ছড়িয়ে দিওনা। অনেক ছোট বিষয় রয়েছে যেগুলো আমরা করতে পারি বা করছি। যখন তুমি কারো দিকে তাকিয়ে ভাবো, ওর জুতোটা দারুণ, আমার তো নেই ...। তারপর তোমার মনে ঈর্ষা বা অস্বস্তি জন্ম নেয়। কিন্তু পুণ্যপিতা বলেন, যিশু আমাদেরকে ডেকে বলছেন যে, আমাদেরকে শিখতে হবে কিভাবে সবাইকে ভাইবোন, বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। আমরা ইতালীয়, ইউক্রেনীয়, আমেরিকান-যা-ই হই না কেন- আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান।

রোমের পূর্বাঞ্চলে গ্যাস স্টেশন বিস্ফোরনে আহতদের জন্য প্রার্থনা করলেন পোপ চর্তুদশ লিও

গত ৪ জুলাই, রোমের পূর্বাঞ্চলের 'প্রেনেস্তিনো লাবিকানো' এলাকায় গ্যাস স্টেশনের এক মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটে। এ দুর্ঘটনায় ২০ জনেরও বেশি লোক আহত হন, এদের মধ্যে অগ্নি নির্বাপক কর্মী, পুলিশ কর্মকর্তা সহ আরো কয়েকজন ব্যক্তি হতাহত হন এবং আশেপাশের কিছু ভবনের ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য পোপ চর্তুদশ লিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দাদের প্রতি সহমর্মিতা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং আহত ব্যাক্তিদের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করেন।

রোমের অগ্নিনির্বাপক সদস্যদের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, এই বিস্ফোরণের কারণ হিসেবে জানা যায় যে–গ্যাস ট্যাঙ্কার স্টেশনে রিফিল করার সময় পাইপলাইনের একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আকস্মিক এই বিস্ফোরণের বিকট শব্দ শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে শোনা যায়, আর ধোঁয়ায় চারিপাশ অন্ধকার হয়ে যায়। এতে জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। যে কর্মীগণ গ্যাস স্টেশনে কর্মরত ছিলেন তারা অনেকেই আহত হন। আহতদের মধ্যে কয়েকজন বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসারত রয়েছেন।

পোপ আহত ব্যক্তিদের সুস্থতা কামনা করে প্রার্থনার আহ্বান জানিয়েছেন।

- তথ্যসূত্র : *news.va, RVA Bangla Service*

সময়ের দোকান

ছোট এক গ্রামে থাকত এক বালক, নাম রুবেল। সে সারাদিন খেলা করত, গল্প করত, কিন্তু পড়াশোনায় একদম মন দিত না। মা-বাবা বলতেন,

– "বছর শেষ হয়ে যাচ্ছে রুবেল, সময় নষ্ট কোরো না।"

রুবেল শুধু হেসে বলত,

– "আরে মা, সময় তো অনেক আছে!"

একদিন বিকেলে রুবেল গ্রামের শেষ প্রান্তে হেঁটে গেল, যেখানে সাধারণত কেউ যায় না। হঠাৎ সে দেখতে পেল একটা অদ্ভুত দোকান, উপর লেখা:

"সময় বিক্রয় করা হয়"

রুবেল অবাক হয়ে ভেতরে ঢুকল। ভেতরে এক বৃদ্ধ বসে আছেন, তার চুল রুপার মতো সাদা, চোখে গোল চশমা।

বৃদ্ধ বললেন,

– "চাইলে তুমি সময় কিনে নিতে পারো। তবে দামে কিনতে হবে।"

রুবেল ভাবল এটাতো দারুণ! সে বলল,

– "আমাকে একঘণ্টা দাও, আজ খেলায় সময় কম পড়ে গেছে।"

বৃদ্ধ বললেন,

– "ঠিক আছে, কিন্তু তোমার একটা স্মৃতি দিতে হবে বিনিময়ে। আজ তোমার মায়ের সঙ্গে দুপুরে যে হাসির কথা বলেছিলে, সেটা দিতে হবে।"

রুবেল একটু চিন্তা করল, তারপর রাজি হয়ে গেল।

পরদিন সে আবার এল। আবার সময় কিনল–এইবার দুইঘণ্টা। বিনিময়ে দিতে হল সে সকালে বন্ধুদের সঙ্গে খেলেছিল যে মজার সময়, সেটি।

এইভাবে প্রতিদিন সে সময় কিনে চলল–কখনও পড়ার সময় এড়াতে, কখনও ঘুমিয়ে থাকার জন্য। বিনিময়ে সে দিতে লাগল একেকটা সুন্দর স্মৃতি, প্রিয় মুখ, শিখে নেওয়া ছোট ছোট জিনিস।

একদিন হঠাৎ সে খেয়াল করল, তার মন যেন ফাঁকা ফাঁকা। মা কী বলছিলেন, বন্ধুরা কী খেলছিল, কিছুই মনে নেই।

তখন সে আবার ছুটে গেল সেই দোকানে। বৃদ্ধ তখন বললেন,

– "তুমি সব সময় কিনতে কিনতে জীবনের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্তগুলো হারিয়ে ফেলেছ। সময় কেনা যায় ঠিকই, কিন্তু বিনিময়ে যে জিনিস চলে যায়, তা আর ফেরে না।"

রুবেলের চোখে জল চলে এল। সে অনুনয় করে বলল,

– "আমার স্মৃতিগুলো ফিরিয়ে দিন। আমি আর সময় কিনব না।"

বৃদ্ধ একটু হেসে বললেন,

– "ঠিক আছে, যদি তুমি প্রতিদিন সময়ের মূল্য বুঝে বাঁচো, তবে সময় নিজেই তোমার হয়ে যাবে।"

রুবেল ঘরে ফিরে এল। এখন সে ঠিক মতো সময় ভাগ করে চলে–খেলা, পড়া, মা-বাবার সঙ্গে সময় কাটানো–সব কিছুতেই।

গল্পের শিক্ষা:

- সময় হলো জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।
- সময় কখনও ফিরে আসে না, তাই একে ভালোভাবে ব্যবহার করা শিখতে হয়।
- সময়ের বিনিময়ে আমরা অনেক কিছু হারাতে পারি, যেটা আর ফেরত আসে না।

ভুল সংশোধন

'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র ২২ সংখ্যার ছোটদের আসরে ১৯ নং পৃষ্ঠায় কবিতার কয়েকটি লাইন বাদ পড়েছে। যা ১০ লাইনের পর পড়তে হবে

কোথায় আছে মাল ও পানি
আমি ঠিক তা জানি।

এবং ১৬ লাইনের পর পড়তে হবে

মদ টাকার নেশা হয়েছে
তোমাদের সাথে চলেছি যত।

অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী।

তোমার ছায়াতলে

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

এ সময় আমি দাঁড়িয়ে আছি তোমার
নিটোল ছায়াতলে।
হে বৃক্ষঋষি! করতলে আমার অনির্বাণ
স্বপ্নরেখা কথা বলে।
তুমি দিয়েছ আমায় অশেষ প্রণোদনা।
দিয়েছ বাঁচার আকুতি।
আমি দু'হাঁটুতে ভর ক'রে দাঁড়াতে চাই।
তাই আর একবার আপাদমস্তক,
তোমার দেখে নিই প্রাণ ভ'রে।
আমার বন্ধনমুক্তির সেই স্বপ্নকথা,
এ সময় তোমাকেই জানাতে চাই
হে বৃক্ষঋষি।
আমি এ যাবত অযথা সময় নষ্ট করেছি।
তোমার বিচক্ষণতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।
তাই, আমার স্বীকৃত সামষ্টিকে
তোমাকেই দেখি আমি।
একমাত্র তোমাকেই চাই;
আমার শেষ অবলম্বন করতে।
তোমার স্থিতি, তোমার বিস্তার এ সময়
আমার জন্য হয়েছে অলৌকিক মহার্ঘ।
হে বৃক্ষঋষি জয় হোক! তোমারই জয়!

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি

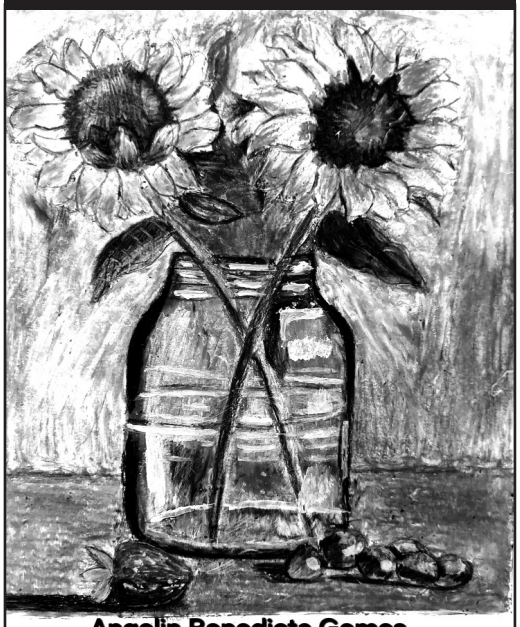

Angelin Benedicta Gomes
Class-IV
Bottomley Homes Girls High School

কোরিয়ান যুব প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় ও সুরক্ষা বিষয়ক (Safeguarding) কর্মশালা ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বেনেডিক্ট তুষার বিশ্বাস: গত ৪-৫ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রাজশাহী খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় সেবাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় সেফগার্ডিং কর্মশালা ২০২৫। এ কর্মশালাতে যুব কমিশন ও বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে মোট ১০৩ জন অংশগ্রহণ করে। কর্মশালার প্রথম দিনের বিশেষ অনুষ্ঠানটি ছিল কোরিয়া থেকে আগত অতিথিদের নিয়ে আলোচনা সভা। সেদিন দুপুরে তাদের আগমন উপলক্ষে পাহাড়িয়া ও সান্তাল কৃষ্টিতে নৃত্য ও পা ধোয়নোর মাধ্যমে তাদের বরণ করে নেওয়া হয়। বিকেলের সেশনে উপস্থিত ছিলেন ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ার মারাণ্ডি, ফাদার নিখিল গমেজ, ফাদার শ্যামল জেমস্ গমেজ, ফাদার প্রশান্ত আইন্দ, ফাদার কমল খাঁন এবং কোরিয়া থেকে আগত ফাদার আলবার্ট সং এবং দু'জন যুবক। সে সেশনে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ, রাজশাহী যুব কমিশন, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে বিশ্ব যুব দিবসের ক্রুশের আগমন সম্পর্কে ডকুমেন্টারী উপস্থাপন করা হয়। এসবের পর কোরিয়া থেকে আগত ফাদার আলবার্ট সং এবং দু'জন যুবক বিশ্ব যুব দিবস সম্পর্কে সকলের সাথে আলোচনা করেন। সকল ডকুমেন্টরী প্রদর্শন শেষ হলে অতিথিদের যুব কমিশনের পক্ষে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। রাতের আহারের পর রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বাণী প্রচার সম্পর্কে গীতিনাট্য প্রদর্শন করা হয়।

৫ তারিখ সকালে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর প্রফেসর ফাদার কমল খাঁন। এরপর নাস্তা শেষে ভিকার জেনারেল সকল অতিথিদের নিয়ে ধর্মপ্রদেশ সফরে বের হন। এ সময় পালকীয় সেবাকেন্দ্র সেফগার্ডিং বিষয়ে সেশন দেন ফাদার উত্তম যোহন রোজারিও। তিনি তার সেশনে শিশু সুরক্ষা, নির্যাতন এবং যুবক-যুবতীদের জীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যা যুব জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ঘোড়ারপাড়ে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

সিস্টার মিতা মরেজ এলএইচসি: গত ১৬ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, তারা আমার ক্ষুদে প্রেরণকর্মী" এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে স্বর্গোন্নীতা ধন্যা কুমারী মারীয়ার ধর্মপল্লী, ঘোড়ারপাড়ে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে দিবসটির কার্যক্রম শুরু হয়। খ্রিস্টযাগের পর ব্যানার সহকারে শিশুদের নিয়ে র‍্যালি করা হয়। শিশুদের শ্লোগানে গির্জা প্রাঙ্গন মুখর হয়ে থাকে। এরপর টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়। টিফিনের পর মূলসুরের ওপর সহভাগিতা করেন ফাদার সঞ্চয় জার্মেইন গমেজ। তিনি বলেন শিশুরা তাদের নিজ নিজ অবস্থানে থেকে যিশুকে প্রচার করবে। এরপর তাদের জ্ঞান ও মেধা বিকাশের জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। দুপুরের আহারের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। এরপর ফাদার সঞ্চয় জার্মেইন গমেজ পাল-পুরোহিত ঘোড়ারপাড় ধর্মপল্লীর সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এরপর অংশগ্রহণকারী শিশুরা প্রেরণকর্মীর মন নিয়ে নিজ নিজ পরিবারে ফিরে যায়। শিশু ও এনিমেটর নিয়ে শিশুমঙ্গল দিবসে ১২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

সিস্টার মিতা গ্লোরিয়া রোজারিও এস এস এম আই: ২৮ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড এর সৌজন্যে দিনটি অত্যন্ত সুন্দর ও অর্থপূর্ণ পরিবেশে বিভিন্ন কচি-কাঁচা শিক্ষার্থীদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে। দিবসটি ঘিরে বিভিন্ন কর্মসূচি এবং দিনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল– "আর নয় প্লাস্টিক দূষণ" স্লোগান: "প্লাস্টিক দূষণ আর নয়, বন্ধ করার এখনি সময়" এই বিষয়ের উপর নলুয়াকুঁড়ি কুমারী মারীয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১০ জন শিক্ষার্থী এনভয় টেক্সটাইল পরিবারের শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিরা নির্ধারিত সময়ে অংশগ্রহণ করে এবং র‍্যালি হাতে ফেস্টুনসহ স্লোগান জোরে নয় কিন্তু নীরব র‍্যালির মাধ্যমে এনভয় টেক্সটাইল প্রদক্ষিণ করে, হাতে ব্যানার ও উচ্চ পদস্থ ম্যানেজমেন্টের ব্যক্তিত্ববর্গসহ।

র‍্যালি শেষে প্রতি শিক্ষার্থীদের হাতে ছবিসহ ফটোসেশন হয় এবং পরে অডিও রুমে এক বিশেষ ধন্যবাদ ও বক্তব্য অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর বিজয়ীদের হাতে ক্রেস, সনদপত্র তুলে দেয়া হয়। প্রতিযোগিতায় এনভয় টেক্সটাইল পরিবারের পক্ষে এবং নলুয়াকুঁড়ি কুমারী মারীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষার্থী ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করে। এই দিনটি উদ্‌যাপন শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন চেতনা দান করে। প্রধান শিক্ষক সিস্টার মিতা রোজারিও এস এস এম আই সকল দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসারদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তারপর টিফিনের মধ্য দিয়ে অদ্যকার দিনটির সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

উথুলিতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যুব ফাদারদের মিলনসভা

ফাদার রিগেন পিউস কস্তা: ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যুব যাজকগণ (১-৫ বছরের মধ্যে অভিষিক্তগণ) তাদের দু'জন মডারেটর যথাক্রমে ফাদার কমল এ কোড়াইয়া ও ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরুসহ গত ৭ ও ৮ জুলাই উথুলি কোয়াজী ধর্মপল্লীতে মিলিত হন। ৭ তারিখ সকালেই যাজকগণ উথুলি এসে পৌঁছালে পাল-পুরোহিত ফাদার পংকজ রড্রিক্স সকলকে শুভেচ্ছা জানান। বিকালে যুব যাজকেরা উথুলির কয়েকটি কেন্দ্রে নতুন খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সাথে মিলিত হন এবং ঐতিহাসিক কিছু স্থান পরিদর্শন করেন। সন্ধ্যায় সকলে সম্মিলিত প্রার্থনায় মিলিত হয় এবং পরে সহভাগিতামূলক আলোচনা করেন। সহভাগিতায় বাংলাদেশ মণ্ডলী এবং স্থানীয় মণ্ডলীর বাস্তবতা ওঠে আসে। মিশ্র বাস্তবতায় যুব যাজকেরা কিভাবে স্থানীয় মণ্ডলী সক্রিয় ও সমৃদ্ধকরণে সাড়া দেবে তা-ও সহভাগিতা করেন।

যুব যাজকদের মিলনসভার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ধর্মীয় জীবনে স্থানীয় যুবক-যুবতীদের উদ্বুদ্ধকরণ। ৮ জুলাই সকাল ৬:৩০ মিনিটে উথুলির সকলকে নিয়ে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন সকল যাজকগণ। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার লেণার্ড রোজারিও এবং সহভাগিতা করেন ফাদার বিশ্বজিৎ বর্মণ। সহভাগিতায় স্বপ্ন দেখার কথা বলেন তিনি। আর স্বপ্ন পূরণের জন্য একসাথে এগিয়ে যাব আমরা। এছাড়াও ছেলেমেয়েদেরকে আহ্বান জীবনে সাড়া দিতে অনুপ্রেরণা দান করেন তিনি। সকালের নাস্তার পর ফাদারগণ তাদের যাজকীয় ও পালকীয় জীবনের বিভিন্ন দিক পরস্পরের সাথে সহভাগিতা করেন। এসময় ফাদার কমল কোড়াইয়া পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেন। দুপুরের আহারের পর ফাদার সাগর জেমস্ ক্রুজের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে যুব যাজকদের মিলনমেলা সমাপ্তি হয়।

জিরানীতে মিডিয়া বিষয়ক সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ৪ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের উদ্যোগে উক্ত ধর্মপ্রদেশের গামাসা অঞ্চলের অন্তর্গত জিরানীর যিশু কর্মী সেন্টারে অর্ধদিবসব্যাপী মিডিয়া সচেতনতামূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জুবিলীর মূলভাব "আশার তীর্থযাত্রী" বিষয়টির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল: আশা ও শান্তির জন্য মিডিয়া। উক্ত সেমিনারে মোট ১৩০জন অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর কমিশনের সেক্রেটারী ফাদার বিশ্বজিৎ বার্ণার্ড বর্মণ মূল বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন। তিনি মিডিয়ার বাস্তবতা তুলে ধরেন এবং এ বাস্তবতায় আমরা কিভাবে সাড়া দিচ্ছি ও দিতে পারি তা অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। মিডিয়াকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করার আহ্বান করেন। বর্তমান সময়ে আমরা সকলেই মিডিয়ার কোন না কোন মাধ্যম ব্যবহার করি এবং আমরাই যদি আমাদের মধ্যকার আশা ও শান্তির ঘটনা-গল্পগুলো ছড়িয়ে দিই তাহলে অল্প পরিসরে হলেও মানুষ আশাবাদী হবে ও শান্তির স্বপ্ন দেখবে।

জিরানী যিশু কর্মী সেন্টারে কর্মরত ফাদার রাসেল আন্তনী রিবেরু ও পিমে সিস্টারদের সহায়তায় অনুষ্ঠিত মিডিয়া সেমিনার শুরু হয় খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু। খ্রিস্টযাগের উপদেশে তিনি সকল খ্রিস্টভক্তকে বর্তমান সময়ের মিশনারী হয়ে ওঠতে অনুপ্রেরণা দেন। আমরা যেন মিডিয়াতে অর্থবহ সময় ব্যয় করে মিডিয়াকে বাণীপ্রচারে ও মঙ্গল কাজে ব্যবহার করতে পারি। আমাদের সকলেরই সক্ষমতা রয়েছে মিডিয়াকে যথার্থভাবে ব্যবহার করার। তাই আমরা যেন নিজেদের সক্ষমতাকে মূল্য দিয়ে মিডিয়ার ভালো ব্যবহার করি।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ফাদার রাসেল আন্তনী রিবেরু ও জিরানী অধিবাসী সুলেখা রোজারিও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শেষদিকে ছিল মিডিয়াকে ধন্য করতে আমরা কি করতে পারি সে বিষয়ে মুক্ত আলোচনা। সেমিনারে অংশগ্রহণকারী যুবক-যুবতীরা তাদের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন এবং খ্রিস্টান মিডিয়াতে কি প্রত্যাশা করেন; তা-ও তুলে ধরেন। ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে এবং ভালো মিডিয়া গড়তে সকলের সহযোগিতা কামনা করে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শুলপুর ধর্মপল্লীতে পবিত্র বাইবেল বিষয়ক সেমিনার

ফাদার লিংকন মিখায়েল কস্তা: গত ৪ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে "ঐশবাণীতে ও আশায় বেড়ে উঠা" মূলভাবকে কেন্দ্র করে শুলপুর ধর্মপল্লীতে পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও ব্যবহার বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে মোট ২৬৫ জন উপস্থিত ছিলেন। সকাল ৯:১৫ মিনিটে প্রার্থনা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত কমল কোড়াইয়া। পরে মূলবিষয়ের উপর উপস্থাপনা রাখেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল কমিশনের আহ্বায়ক ও বনানী পবিত্র আত্মা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক ফাদার শিপন পিটার রিবেরু। তিনি তাঁর উপস্থাপনায় পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের পুস্তকগুলো নিয়ে আলোচনা করেন এবং পুস্তকগুলোর মূলশিক্ষা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন। উপস্থাপনার আলোকে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। টিফিন গ্রহণ শেষে পবিত্র বাইবেল কুইজ ও বাইবেল ভিত্তিক নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নাটিকা প্রতিযোগিতা হয়। অতপর ফাদার কমল কোড়াইয়া পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন। খ্রিস্টযাগ শেষে বাইবেল কুইজ ও নাটিকা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল কমিশনের পক্ষে সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সকলকে প্রীতি-উপহার হিসেবে আশীর্বাদিত ছবি দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান শেষে ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। আগামী ২৭ জুলাই (প্রবীণ দিবস), ৩ আগস্ট (বন্ধু দিবস) এবং ৯ আগস্ট (বিশ্ব আদিবাসী দিবস) উপলক্ষে আপনাদের সুচিন্তিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও মতামত পাঠানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

এছাড়াও ছোটদের আসরের জন্য শিক্ষণীয় গল্প, ছড়া, কবিতা এবং ছোটদের আঁকা ছবিও পাঠাতে পারেন।

আপনাদের লেখাগুলো অবশ্যই নির্দিষ্ট তারিখের ১ সপ্তাহ পূর্বে পাঠানোর জন্য অনুরোধ রইল।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

বছর জুড়ে যে বিষয়গুলো নিয়ে আপনি লিখতে পারেন।

কাথলিক পঞ্জিকানুসারে বিভিন্ন পর্বসমূহ - ২০২৫

২৭ জুলাই - বিশ্ব দাদা-দাদী ও প্রবীণ দিবস
৪ আগস্ট - সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর পর্ব, ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের পর্ব
৬ আগস্ট - যিশুর দিব্য রূপান্তর
১৮ আগস্ট - কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব
২ সেপ্টেম্বর - আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী
৫ সেপ্টেম্বর - কলকাতার সাধ্বী তেরেজা
৮ সেপ্টেম্বর - কুমারী মারীয়ার জন্ম উৎসব
১৪ সেপ্টেম্বর - পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব
১৫ সেপ্টেম্বর - শোকার্ত জননী মারীয়ার স্মরণ দিবস
২৭ সেপ্টেম্বর - সাধু ভিনসেন্ট ডি' পলের স্মরণ দিবস
২৯ সেপ্টেম্বর - মহাদূত মাইকেল, রাফায়েল ও গাব্রিয়েলের পর্ব
১ অক্টোবর - ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব
২ অক্টোবর - রক্ষীদূতবৃন্দের স্মরণ দিবস
৪ অক্টোবর - আসিসি'র সাধু ফ্রান্সিসের পর্ব ও বিশ্ব শিশু দিবস
৭ অক্টোবর - জপমালা রাণীর স্মরণ দিবস
১৯ অক্টোবর - বিশ্ব প্রেরণ রবিবার
২৮ অক্টোবর - প্রেরিতশিষ্য সাধু সিমন ও সাধু যুদ
১ নভেম্বর - নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহা পর্ব
২ নভেম্বর - পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
৯ নভেম্বর - লাতেরান মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস
২৩ নভেম্বর - খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব
১ ডিসেম্বর - আগমন কালের প্রথম রবিবার
৮ ডিসেম্বর - অমলোদ্ভবা মা মারীয়ার মহাপর্ব
২৫ ডিসেম্বর- শুভ বড়দিন
২৯ ডিসেম্বর- পবিত্র পরিবারের পর্ব

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে দিবসসমূহ - ২০২৫

৫ জুলাই- আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস (জুলাই মাসের ১ম শনিবার)
৬ জুলাই- মহরম (আশুরা)
১১ জুলাই- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
১ আগস্ট- বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস
৯ আগস্ট- বিশ্ব আদিবাসী দিবস
১০ আগস্ট- বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস
১২ আগস্ট- আন্তর্জাতিক যুব দিবস
১৬ আগস্ট- জন্মাষ্টমী
৮ সেপ্টেম্বর- আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস
৫ সেপ্টেম্বর - ঈদ-ই-মিলাদুনবী
২৭ সেপ্টেম্বর - বিশ্ব পর্যটন দিবস
১ অক্টোবর- আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস
২ অক্টোবর- বিজয়া দশমী (দূর্গা পূজা)
৫ অক্টোবর- বিশ্ব শিক্ষক দিবস
৬ অক্টোবর- বিশ্ব শিশু দিবস (অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার)
১০ অক্টোবর- বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস
১৫ অক্টোবর - সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস
১৬ অক্টোবর- বিশ্ব খাদ্য দিবস
১৭ অক্টোবর- আন্তর্জাতিক দারিদ্র দূরিকরণ দিবস
২৪ অক্টোবর- জাতিসংঘ দিবস
১৪ নভেম্বর- বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস
১ ডিসেম্বর- বিশ্ব এইডস্ দিবস
৩ ডিসেম্বর- আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস
৯ ডিসেম্বর- আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন দিবস
১০ ডিসেম্বর - বিশ্ব মানবাধিকার দিবস
১৬ ডিসেম্বর- বিজয় দিবস

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ২৩
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 23
Regd. No. DA-33
✦ 13 - 19 July 2025, ২৯ আষাঢ় - ৪ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।

আকর্ষনীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী :
Website: weekly.pratibeshi.org
facebook: weeklypratibeshi
youtube : YouTube@WeeklyPratibeshi

বাণীদিপ্তী
youtube: BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
facebook.com/varitasbangla

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

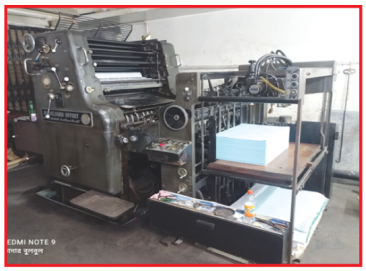

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

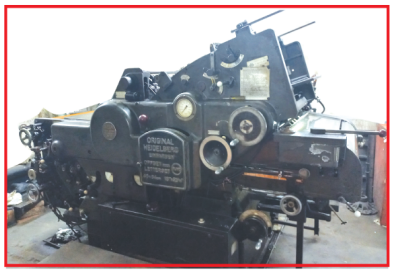

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org